ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-156 ■ 14 March, 2025 ■ আগরতলা ১৪ মার্চ, ২০২৫ ইং ■ ২৯ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বনকূল মহামুনি উৎসব ও মেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী

অশান্তির পরিবেশ তৈরির চেষ্টা হলে কাউকে বরদাস্ত করা হবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ।। রাজ্যে অশান্তির পরিবেশ ছড়ানোর চেষ্টা করা হলে কাউকে বরদাস্ত করা হবে না। এর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রাজ্য সরকার সকল ধর্ম ও তাদের সংস্কৃতিকে সবসময় শ্রদ্ধা ও সম্মান করে।

বৃহস্পতিবার সাব্রুমের রূপাইছড়ি ব্লকের বনকুল মহামুনি মন্দিরে ঐতিহ্যবাহী বনকুল মহামুনি উৎসব ও মেলার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, সাব্রুম মহকুমা প্রশাসন এবং মহামুনি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসব ও মেলার সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এখানে ধম্মদীপা ইউনিভার্সিটি যাতে দ্রুত গড়ে তোলা যায় সেজন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। আমি এবিষয়টি নিয়ে আজও সচিবের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন এই প্রক্রিয়া প্রায় এগিয়ে যাচ্ছে। আমি আশা করি এই কাজ দ্রুত

ত্বরান্বিত হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা আজ এখানে ২৮ টি বুদ্ধ মূর্তি উন্মোচন করেছি। এখানে এসে অনেক কিছু জানতে পারলাম। এধরণের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য খুবই প্রয়োজন। এগুলি আমাদের সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। এসবের উন্নয়ন যে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা আগামীদিনে একটা মাইলফলক হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। এখানে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের জন্য আজকের এই ধর্মীয় কর্মসূচি একটা অনুপ্রেরণা ও আনন্দদায়ক মুহূর্ত। এরকম একটা পবিত্র উৎসবে কোন ধরণের অপবিত্র কাজ বরদাস্ত করবে না আমাদের সরকার। আমি জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে বলবো যাতে মেলা ও উৎসবকে ঘিরে কোন ধরণের অনৈতিক কাজ এখানে না হয়। আমি আশা করি ৫দিন ব্যাপী এই উৎসব শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে অতিবাহিত হবে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের রাজ্য সরকার সকল ধর্ম ও তাদের সংস্কৃতিকে সবসময় শ্রদ্ধা ও সম্মান জানায়। আধ্যাত্মিক চেতনা সমৃদ্ধ হলে সম্প্রীতির বন্ধনও সুদৃঢ় হয়। হিংসা, সামাজিক অবক্ষয় হ্রাস পায়, মনও সুন্দর উজ্জ্বল হয়। জীবন থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে। শুধু পড়াশুনা করে ভালো ফল করে অনেক কিছু শেখা যায় না। জীবন থেকে শিখতে হয়। ধর্মগুরুদের অমৃত বাণী শুনলে সঠিক দিশায় যাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধের জীবন ও আদর্শকে আমরা যদি সমাজে আরো ছড়িয়ে দিতে পারি তবে সেটা মানুষের কল্যাণে লাভজনক হবে। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন অহিংসা পরম ধর্ম। মানুষকে যদি ভালবাসা যায় তবেই আমরা একটা সুস্থ সমাজ তৈরি করতে পারি। এত বছর পর আজকের দিনেও উনার বাণী সমান প্রাসঙ্গিক।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার এই মহামুনি বৌদ্ধ বিহার একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারীরা শিক্ষিত হলে সমাজ শক্তিশালী হবে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ।। নারীরা সমাজ এবং পরিবারের মূল ভিত্তি। শিক্ষা, খেলাধুলা, রাজনীতি, সংস্কৃতিচর্চায় নারীদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আজ মোহনপুর পুর পরিষদের উদ্যোগে পুর পরিষদ কার্যালয় প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তিনি বলেন, নারীরা শিক্ষিত হলে সমাজ তথা দেশ শক্তিশালী হবে। তাই নারী শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রধানমী নরেন্দ্র মোদির নেতত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার নারীদের উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার নারীদের উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। মহিলাদের কল্যাণে নেওয়া হয়েছে একের পর এক পরিকল্পনা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ, ভাইস চেয়ারপার্সন শঙ্কর দেব, পুর পরিষদের কাউন্সিলারগণ, সমাজসেবী কার্তিক আচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সাফাই কর্মীদের সংবর্ধনা জানানো হয় এবং

তাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

সিপাহীজলার সারস মেলায় স্টল বন্টন নিয়ে দিদিদের অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ।। কলঙ্কিত হলো সিপাহীজলা জেলায় আয়োজিত সরস মেলা।

মেলায় খাবারের স্টল বন্টনকে কেন্দ্র করে লাখপতি দিদিরা চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

তাছাড়া, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মেলার আয়োজন করা হলেও জেলা ভিত্তিক ওই মেলায় লোকসমাগম নেই, বলে অভিযোগ।

প্রসঙ্গত, লক্ষ লক্ষ সরকারি টাকা খরচ করে সিপাহীজলা জেলা সদর বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামে ১১ মার্চ থেকে ১৩ মার্চ তিন দিনব্যাপী জেলা সরস মেলা আয়োজন করা হয়েছে। 'চলো দিদিরা সবাই, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা বানাই' এই লেখা স্লোগানে গোটা মেলা প্রাঙ্গন সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মেলায় খাবারের স্টল বন্টন নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্বর্নিভর দিদিরা।

স্বনির্ভর দলের খাবারের স্টল নিয়ে আসা বেশ কয়েকজন দিদির অভিযোগ, সরকারিভাবে ঘোষণা মহিলাদের আত্মনির্ভরের লক্ষ্যেই ওই মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

কিন্তু বাস্তবে তার উল্টো চিত্র দেখা গিয়েছে।

কথা ছিল স্বনির্ভর দল পরিচালিত বিভিন্ন দোকানপাট এবং খাবার সামগ্রী তৈরি করে সেখানে বিক্রি করা হবে। কিন্তু আশ্চর্য্যজনকভাবে সেখানে ওই মহিলাদের বদলে বিভিন্ন ব্যবাসায়ীদের স্টল দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আরো অভিযোগ, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মেলার আয়োজন করা হলেও জেলা ভিত্তিক এই মেলায় লোকসমাগম হয়নি। ফ্লাক্স — ফেস্টুনে লাখ লাখ টাকা খরচ করে সাজিয়ে তোলা হলেও জেলারবাসীকে ওই মেলা সম্পর্কে জানাতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছেন উদ্যোক্তারা।

পুলিশের হাতে গ্রেফতার কুখ্যাত মাফিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ।। আবারো আমতলী থানার পুলিশের হাতে কুখ্যাত মাফিয়া বিপ্লব মজুমদার গ্রেফতার হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই বিপ্লব মজুমদারের যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল এলাকাবাসীরা। তাঁর বিরুদ্ধে গতকাল রাতেই আইনী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, আমতলী ভোলাগিরি আশ্রম সংলগ্ন এলাকার রঘু মজুমদারের ছেলে বিপ্লব মজুমদার। সে আমতলী এলাকায় মাফিয়া বলে পরিচিত। সে গত ২০১৩ সালে আমতলী থানায় কর্মরতের টিএসআর জওয়ানকে মারধর করেছিল। পরবর্তী সময়ে তার বিরুদ্ধে আমতলী থানার পুলিশ একাধিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যাত্রীবাহী ট্রেনে উশৃংখল নেশাগ্রস্ত দুই যাত্রীর তান্ডব আটক করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ।। যাত্রীবাহী ট্রেনে উশৃংখল নেশাগ্রস্ত দুই যাত্রীর তান্ডবে আতঙ্কিত যাত্রীরা। পরবর্তীতে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, বিলোনিয়া থেকে আগরতলাগামী রেলে দুই নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি উশৃঙ্খল তান্ডব শুরু করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে। অভিযোগ মদমত্ত অবস্থায় তাদের তাণ্ডবে যথেষ্ট সমস্যায় পড়েন ট্রেনে থাকা মহিলা যাত্রী সহ অন্যান্যরা। অবশেষে বিশালগড় রেল স্টেশনে অভিযুক্ত দুই উশৃঙ্খল যাত্রীকে বিশ্রামগঞ্জ বিশালগড় জিআরপি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাদের আটক করে বিশালগড় থানা পুলিশের হাতে তুলে জিআরপি থানার আধিকারিকগণ। বিশালগড় থানার পুলিশ বিশালগড় রেলস্টেশন থেকে অভিযুক্ত দুই যাত্রীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে।

জানা যায়, তাদের বাড়ি আগরতলা এডিনগর এলাকায়। তাদের নাম নারায়ন দাস ও নিত্য কুমার দত্ত। অভিযুক্তরা অতিরিক্ত নেশাগ্রস্থ অবস্থায় বিলোনিয়া থেকে আগরতলা বাধারঘাট রেল স্টেশনের উদ্দেশ্যে রেলে উঠেন। রেলে থাকা অন্যান্য যাত্রীদের সাথে তারা উশৃংখল আচরণ করতে থাকেন এবং বিভিন্ন বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন। তাদের তাণ্ডবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিম জেলায় হোলি উৎসবে বিধিনিষেধ জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ।। শান্তিপূর্ণভাবে দোল/হোলি উৎসব উদযাপনের জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) ১৬৩ ধারার ২নং উপধারা অনুযায়ী সমগ্র পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় কিছু বিধিনিষেধ জারি করেছেন। এই নিষেধাজ্ঞা আগামী ১৪ মার্চ, ২০২৫ এবং ১৫ মার্চ, ২০২৫ সকাল ১০টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত পুলিশ কর্মী এবং সরকারি কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারি ব্যতীত কোন ব্যক্তি উল্লেখিত সময়ে আগ্নেয়াস্ত্র এবং অন্যান্য লাঠি জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র বহন করতে পারবেন না। ৫ জনের বেশি ব্যক্তি এক জায়গায় সমবেত হতে পারবে না। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুভেচ্ছা ও ছুটি

রঙের উৎসব হোলি উপলক্ষে সমস্ত পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। এই উপলক্ষে আজ (শুক্রবার) জাগরণ পত্রিকা ও রেণ্‌বো প্রিন্ট্রিং ওয়ার্কর্স'র সমস্ত বিভাগে ছুটি। তাই শনিবার পত্রিকা প্রকাশিত হবে না। রবিবার যথারীতি পত্রিকা প্রকাশিত হবে।

প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই পুকুর ভরাট, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ।। রানীবাজার থানার পাশে অবস্থিত সাত গণ্ডার পুকুর প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ভরাটের কাজ চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসীর দাবি, পুকুর ভরাটের ফলে পরিবেশ দূষণ হতে পারে এবং এটি অবৈধভাবে করা হচ্ছে।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, তারা আগেই জেলা প্রশাসক (ডি এম), এসডিএম এবং নগর পঞ্চায়েতের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন, কিন্তু কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চায়েতের আধিকারিক বলেন, তারা এই বিষয়ে কোনও তথ্য পাননি। তবে আজ তহসিলদার ওই এলাকাটি পরিদর্শন করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, তিন ব্যক্তি মিলে এই পুকুর ভরাটের কাজ অবাধে চালিয়ে যাচ্ছেন, যদিও স্থানীয়দের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে বিশেষ আপত্তি জানানো হয়েছে।

তাঁরা বলছেন, এই কার্যক্রম পরিবেশের জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে এবং এটি আইনবিরুদ্ধ। তাছাড়া শহরাঞ্চলের পুকুর ভরাটের ক্ষেত্রে প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

তাও এই প্রক্রিয়া কিভাবে হচ্ছে, এমন প্রশ্ন তুলেন এলাকার কিছু সচেতন নাগরিক। তাই এর বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

ক্র্যাশার মেশিনের মালিকদের বিরুদ্ধে দপ্তরের নির্দেশ অমান্যের অভিযোগ

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

আগরতলা, ১৩ মার্চ ।। ক্র্যাশার মেশিন মালিকরা বনদপ্তর এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকা পালন না করেই বছরের পর বছর ব্যবসা করে যাচ্ছে।অভিযোগ, এই সমস্ত পাথর ভাঙ্গার মেশিন ব্যবসায়ীরা শাসকদলের ছত্রছায়ায় থেকে কোন ধরনের ভয় ছাড়া ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বাগবাসা বিধানসভা এবং কুর্তি কদম তলা বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় প্রায় একুশটি ক্র্যাশার মেসির রয়েছে। তাছাড়া, পাথর ভাঙ্গার কোয়ারি রয়েছে কম পক্ষে দেড়শটি। এই সমস্ত পাথর ভাঙ্গার কুয়ারী এবং ক্র্যাশার মেশিন মালিকরা বনদপ্তর এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের আরো পিত কোন নির্দেশিকা মানছে না। জেলা শাসকের অফিস থেকেও অনুমতি নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। নিয়ম নীতি ছাড়া এই সমস্ত ক্র্যাশার মেশিন এবং পাথর কোয়ালি গড়ে উঠার কারণে বিস্তীর্ণ এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থায় চলার পর গত ডিসে ম্বর মাসে বনদপ্তর নড়েচড়ে বসে।

বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা উত্তর জেলা হেডকোয়ার্টার ধর্মনগর জেলাশাসক অফিসের কনফারেন্স হলে ক্র্যাশার মেশিন মালিকদের সাথে এক সচেতনা মূলক বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে বাগবাসা কেন্দ্র এর বিধায়ক যাদব লাল নাথ কুর্তি কেন্দ্রের বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন, বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং পরিবেশ দপ্তরের সচিব ডক্টর কে শশী কুমার রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সদস্য সচিব বিশু কর্মকার,তৎকালীন জেলা শাসক দেবপ্রিয়বর্ধন,জেলা বনাধিকারিক সুমন মল্ল সহ পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষদেববর্মা এবং বনদপ্তর, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৬ দফা দাবিতে ত্রিপুরা সাফাই কর্মী সংঘের মেয়রকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ।। নিয়মিতকরণ সহ ৬ দফা দাবিতে শহরে মিছিল করে পুর ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে নিগমের ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ত্রিপুরা সাফাই কর্মী সংঘ। এদিনের মিছিলটি তুলসীবতী স্কুলের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুর নিগমে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে। মেয়র দীপক মজুমদারের হাতে দাবি সনদ তুলে দিয়েছেন সংঘের প্রতিনিধিরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংঘের এক নেতা বলেন, গত সাত মার্চ সংঘ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সাফাই কর্মীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ছয় দফা দাবি আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। কিন্তু নিগমের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল বিজেপি বর্ষপূর্তির জনসভার ওই ডেপুটেশন দেওয়া হোক। তাই আজ শহরে মিছিল করে মেয়রের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, গত ২৫ বছর ধরে সাফাই কর্মীরা কাজ করে গেলেও এখনো পর্যন্ত নিয়মিতকরণ সিদ্ধান্ত হয়নি। তাই সংঘ কর্মীদের নিয়মিতকরণ, অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের মতো সুযোগ সুবিধা প্রদান সহ ছয় দফা দাবি জানিয়েছে।

স্ত্রীকে দা দিয়ে আক্রমণ করার অভিযোগে স্বামী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৩ মার্চ।। স্ত্রীকে ধারালো দা দিয়ে আক্রমণ করার অভিযোগে স্বামী আব্দুল জালালকে গ্রেফতার করেছে কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ। বুধবার রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে কৈলাশহর কুবঝার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা দায়রা আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

এ বিষয়ে কৈলাশহর মহিলা থানার ওসি রিপিতা ভট্টাচার্য্য সংবাদ প্রতিনিধিদের জানান যে, গত ২০ ফেব্রুয়ারি, কৈলাসহর ইরানি থানার অধীনে ইয়াজিখাওরা এলাকার বাসিন্দা আব্দুল জালাল নিজ বাইকে চেপে পাখিরবাদা এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে যায়। সেখানে সে তার স্ত্রী রুকিয়া বেগমের মাথায় ধারালো দা দিয়ে আঘাত করে, যার ফলে রুকিয়ার মাথা ফেটে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা আব্দুল জালালের বাইকটি পুড়িয়ে দেয়। ওইদিনই রুকিয়া বেগম তার স্বামী আব্দুল জালালের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন, এবং পুলিশ অভিযোগ মূলে মামলা রুজু করেছে। মামলার নম্বর হলো ০৬/২৫। তবে, ঘটনার পর থেকে আব্দুল জালাল পলাতক ছিলেন।

গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারের পর বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে প্রেরণ করা হয়।

গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৩ মার্চ।। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বালু বোঝাই একটি গাড়ি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে গিয়ে গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত দাউছড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে, যেখানে চালকসহ মোট চারজন আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এই সড়কে প্রতিদিন দ্রুতগতিতে বালু বোঝাই গাড়ি চলাচল করে, যা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। এই সম্পর্কে দুর্ঘটনাগ্রস্থ টিআর০১জেড১৮৩৮ নম্বরের গাড়ির চালক কুটন দাস জানান, একটি অটোকে পাশ দিতে গিয়ে তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এছাড়া, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজারে আবিরে ছয়লাপ

রঙের উৎসবে মাতবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ।। দোল উৎসবের আগে রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারগুলো এখন রঙিন আবিরের পসরায় ভরে উঠেছে। বিভিন্ন রঙের আবির দোকানে সাজানো রয়েছে। ক্রেতারা তাদের পছন্দ মতো আবির কিনছেন।

দোল বা হোলি, যা রঙের উৎসব নামেও পরিচিত, এটি একটি জনপ্রিয় হিন্দু উৎসব। এই উৎসবটি মূলত ভারত ও নেপালে পালিত হয়। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবে মানুষ একে অপরের গায়ে আবির ও রং মাখিয়ে আনন্দ করে।

এই উৎসবটি অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির বিজয়ের প্রতীক। প্রতি বছরেই হোলি উৎসবের আগে বাজারগুলো বিভিন্ন রঙের আবিরে ছেয়ে যায়। দোকানিরা বিভিন্ন ধরণের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধে সামিল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ।। দুইমাস যাবৎ পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন এলাকাবাসী। অবশেষে আজ সকালে প্রতিবাদে জওহরনগর এলাকায় জাতীয় সড়ক পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন প্রমীলা বাহিনী। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে সাধারণ যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। অভিযোগ, দুইমাস যাবৎ ধলাই জেলায় আমবাসা এডিসি ভিলেজের গ্রুহাং পাড়ারয় পানীয়জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে আছে। ফলে নিত্যদিন বিভিন্ন সমস্যার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ১৪ মার্চ,২০২৫
২৯ ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আজ বসন্ত উৎসব

ঋতুচক্রের শেষ উৎসব দোলযাত্রা। পাতা ঝরার সময়, বৈশাখের প্রতীক্ষা। এই সময় পড়িয়া থাকা গাছের শুকনো পাতা, তার ডালপালা একত্রিত করিয়া জ্বালইয়া দেওয়ার মধ্যে এক সামাজিক তাৎপর্য্য রহিয়াছে।ভারতীয় পুরণশাস্ত্র অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ দোল পূর্ণিমার দিন রাধিকা ও বৃন্দাবনের অন্যান্য গোপীগণের সঙ্গে রং খেলিয়াছিলেন। এই ঘটনা থেকেই দোলযাত্রা বা রং খেলার উৎসবের উৎপত্তি হয়। প্রতি বছরই দোল পূর্ণিমা ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। এবছর এই দিনটি ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মার্চ মাসের ৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনেক জায়গায় দোল পূর্ণিমা উৎসবটি বসন্ত উৎসব হিসাবে উদযাপিত হয়। দোল পূর্ণিমার দিন ছোট থেকে বড় সকলেই একে অপরকে রং মাখাইয়া আনন্দে মাতিয়া ওঠে। নবদ্বীপ, মায়াপুর ও কৃষ্ণনগরে বাঙালিদের কাছে এই দিনটা আরো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেখানে এই দিনটি চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মতিথি হিসাবে পালন করা হয়।

দোল পূর্ণিমা বা দোল যাত্রা, সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও বর্ণিল উতসব। গ্রাম ত্রিপুরা , বাংলা ও ওড়িষা ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন স্থানে দোল উতসব মহাসমারোহে পালিত হয়। দেশের অন্যান্য স্থানে, বিশেষ করিয়া উত্তরভারতে দোল যাত্রা হোলি নামে পরিচিত। তবে দুটি জিনিস এক হইলেও এর পিছনে রহিয়াছে অন্য কারণ। তবে দোল উতসবের অপর নাম হইল বসন্তোতসব। যাহা শান্তিনিকেতনে এর সুনাম বিশ্ববিখ্যাত। ফাল্গুন মাসের পূমি তিথিতে প্রতিবছর দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।ছোট থেকে শুরু করিয়া বড়, সবাই রঙর এর উৎসবে মাতিয়া ওঠে এবং রঙ খেলার পর মিষ্টি মুখ করিয়া এই আনন্দের সমাপ্তি ঘটে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে হোলি উৎসব পালন হয়। দেশের বাইরে বিদেশিদের মধ্যেও এর প্রচলন দেখা যায়। দোল পূর্ণিমা দিন হোলির রঙে সবাই নিজেদের রাঙ্গিয়ে তোলে, সমস্ত বিভেদ ভুলিয়া এক হইয়া যায়। দোল বা হোলির অর্থ এক হইলেও দুটি ভিন্ন অনুষ্ঠান। দোল ও হোলি কখনওই এক দিনে পড়ে না। দোল যাত্রা বা বসন্তোতসব একান্তই বাঙালিদের রঙিন উতসব। বাঙালিদের মধ্যে দোলযাত্রাকে বসন্তের আগমনী বার্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।বৈষ্ণবদের মতে, দোল পূর্ণিমার দিন শ্রীকৃষ্ণ আবির নিয়ে শ্রীরাধা ও অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে রঙ খেলায় মত্ত ছিলেন। সেখান থেকেই দোলযাত্রার শুরু। ১৪৮৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি, দোল পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মগ্রহণকে কেন্দ্র করিয়াও এই মহোতসব পালন করা হয়। এই তিথিকে গৌর পূর্ণিমাও বলা হয়। তবে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা গোপীদের সঙ্গে রঙ খেলার অনুষ্ঠানই এই দোলযাত্রার মূল কেন্দ্রবিন্দু। শ্রীকৃষ্ণের লীলা কবে থেকে শুরু হইয়াছিল, তাহা জানা না গেলেও বিভিন্ন পুরাণ ও গ্রন্থে সেই মধুর ও রঙিন কাহিনির উল্লেখ রহিয়াছে। এছাড়া হিন্দু পুরাণে প্রায় ২ হাজার বছর আগে, ইন্দ্রদ্যুম্নের দ্বারা গোকুলে হোলি খেলা প্রচলনের উল্লেখ রহিয়াছে। তবে ইতিহাস বলছে প্রাচীন ভারতে ইন্দ্রদ্যুম্নের নাম একাধিকবার রহিয়ায়েছে। তাই এই ইন্দ্রদ্যুম্ন আদতে কে ছিলেন, সেই নিয়া বিতর্ক রহিয়াছে।আবার বসন্ত পূর্ণিমার দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কেশি নামে একজন অসুরকে বধ করেন। কেশি একজন অত্যাচারী এবং নিষ্ঠুর অসুর ছিলেন। এর জন্য এই অত্যাচারী অসুর দমন হওয়ার জন্য এবং অন্যায় শক্তি ধ্বংস হওয়ার জন্য আনন্দ উৎসবে এই দিনটি উদযাপিত হইয়া থাকে।প্রহ্লাদ ধার্মিক ছিলেন। তাই তাহাকে হত্যা করা সহজ ছিল না। কোনোভাবেই তাকে হত্যা করা যাইতেছিল না। তখন হিরণ্যকশিপুর তাহার ছেলেকে পুড়িয়া মারিবার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে হোলিকা আগুনে কোন দিন ক্ষতি হইবে না এই বর পাইয়াছিল। তাই প্রহ্লাদকে হত্যা করিবার জন্য হোলিকা সিধান্ত নেয় সে প্রহ্লাদকে নিয়া আগুনে ঝাঁপ দিবে। সে প্রহ্লাদকে কোলে নিয়া একদিন আগুনে ঝাঁপ দেয়।কিন্তু হোলিকার বর পাওয়া সত্ত্বেও সেদিন শেষ রক্ষা হয়নি। প্রহ্লাদ তো বিষ্ণুর আশীর্বাদে বাচিয়া যায়। কিন্তু আগুনে ভস্ম হয়ে যায় হোলিকা। সে তাহার বরের অপব্যবহার করায় আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার সময় তাহার বর নষ্ট হইয়া যায় এবং সে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। সেই দিনটি থেকে পালন করা হয় হোলি বা দোল উৎসব।

বসন্ত নতুন জীবন, উচ্ছ্বাস ও সৌন্দর্য্যের বার্তা নিয়া আসে। শুষ্ক ও বিবর্ণ প্রকৃতি নতুন করিয়া সজীব হইয়া ওঠে। পাখির কূজন, ফুলের সৌরভ, হালকা মিষ্টি বাতাসসব মিলিয়ে এক মনোমুগ্ধকর আবহ সৃষ্টি হয়। এই সময় মানুষের মনে আনন্দের জোয়ার আসে, যাহা বসন্ত উৎসবের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

বসন্ত উৎসব বাঙালির সংস্কৃতির অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। বর্তমানে বসন্ত উৎসবের সঙ্গে একই দিনে ভালোবাসা দিবসও পালিত হয়, যার ফলে দিনটি আরও বিশেষ হইয়া ওঠে। তরুণ-তরুণীরা একে অপরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করিতে এই দিনটিকে বাছিয়া নেয়।

বসন্ত উৎসব আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি প্রকৃতি ও মানুষের এক অনন্য মিলনমেলা। এই উৎসব আমাদের নতুন করিয়া বাঁচিবার অনুপ্রেরণা দেয় এবং জীবনকে রঙিন করিয়া তুলে। বসন্তের এই রঙিন পরশ আমাদের মনকে সতেজ ও উজ্জীবিত করিয়া তুলে, যাহা আমাদের ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিচ্ছবি।বসন্ত উৎসব সকলের জীবনে আনন্দ উল্লাস ও সুখ স্বাচ্ছন্দের বার্তা বইয়া নিয়া আসুক, সেটাই প্রত্যাশা।

রঙের উৎসব মানেই বসন্তের উৎসব

দোলযাত্রা বা হোলি রঙের উৎসব, বসন্তের উৎসব এবং প্রেমের উৎসব নামেও পরিচিত, হিন্দুধর্মের অন্যতম জনপ্রিয় এবং উল্লেখযোগ্য উৎসব হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী, বৃন্দাবনে রাধা ও কৃষ্ণের দ্বারা হোলি খেলা উৎসব পালিত হয়েছিল। হোলিকা দহন কিংবদন্তি অশুভ শক্তির বিপরীতে শুভের জয় নির্দেশিত করে। এটির উদ্ভব ভারতীয় উপমহাদেশে এবং সেখানে বেশি উদযাপিত হয় তবে দক্ষিণ এশীয় প্রবাসীদের মাধ্যমে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল এবং পশ্চিমা বিশ্বের কিছু অংশেও ছড়িয়ে পড়ছে। এই উৎসবের অপর নাম বসন্তউৎসব। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণব বিশ্বাস অনুযায়ী, ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোলপূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবির বা গুলাল নিয়ে রাধিকা ও অন্যান্য গোপীগণের সঙ্গে রং খেলায় মেতেছিলেন। সেই ঘটনা থেকেই দোল খেলার উৎপত্তি হয়। দোলযাত্রার দিন সকালে তাই রাধা ও কৃষ্ণের বিগ্রহ আবির ও গুলালে স্নাত করে দোলায় চড়িয়ে কীর্তনগান সহকারে শোভাযাত্রায় বের করা হয়। এরপর ভক্তেরা আবির ও গুলাল নিয়ে পরস্পর রং খেলেন। দোল উৎসবের অনুষঙ্গে ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে দোলপূর্ণিমা বলা হয়। আবার এই পূর্ণিমা তিথিতেই চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম বলে একে গৌরপূর্ণিমা নামেও অভিহিত করা হয় দোলযাত্রা উৎসবের দিন সকাল থেকেই নারীপুরুষ নির্বিশেষে আবির, গুলাল ও বিভিন্ন প্রকার রং নিয়ে খেলায় মত্ত হয়। শান্তিনিকেতনে বিশেষ নৃত্যগীতের মাধ্যমে বসন্তোৎসব পালনের রীতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়কাল থেকেই চলে আসছে। দোলের পূর্বদিন খড়, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি জ্বালিয়ে এক বিশেষ বহ্ন্যুৎসবের আয়োজন করা হয়। এই বহ্ন্যুৎসব হোলিকা দহন বা ন্যাড়াপোড়া নামে পরিচিত। উত্তর ভারতে হোলি উৎসবটি বাংলার দোলযাত্রার পরদিন পালিত হয়। বাঙালি হিন্দুদের পৌরাণিক উপাখ্যান ও লোককথাগুলোতে এই উৎসকে 'বসন্ত উৎসব' হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায়। হিন্দু বৈষ্ণবরা এটি বেশ আয়োজনের সাথে পালন করে থাকেন।

ভাগবত পুরাণ এর সপ্তম অধ্যায় অনুসারে, অসুর রাজা হিরণ্যকশিপু অমর হতে চান। এজন্য ব্রহ্মার নিকট হতে অমরত্বের বরপ্রাপ্তির জন্য তিনি কঠোর ধ্যানে নিমগ্ন হন। কিন্তু দেবতারা খুব কমই অমরত্ব দান করে। কিন্তু হিরণ্যকশিপু এমন বর চান যাতে তাঁর মনে হয় যেন পরোক্ষভাবে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। তিনি যে বর লাভ করেন তাতে তিনি পাঁচটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হন। এগুলো হচ্ছে, তাকে মানুষও হত্যা করতে পারবে না, কোন প্রাণীও হত্যা করতে পারবে না; তাকে ঘরেও হত্যা করা যাবে না, আবার বাইরেও হত্যা করা যাবে না; তাকে দিনেও হত্যা করা যাবে না আবার রাতেও হত্যা করা যাবে না; তাকে অস্ত্রের (যা ছুড়ে মারা হয়) দ্বারাও হত্যা করা যাবে না আবার সস্ত্রের (যা হাতে থাকে) দ্বারাও হত্যা করা যাবে না; তাকে স্থল, জল বা বায়ু কোথাও হত্যা করা যাবে না। এই বর লাভ করে হিরণ্যকশিপু অহংকারী ও উদ্ধত হয়ে ওঠে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, কেবল তাকেই দেবতা হিসেবে পূজা করা হবে। কেউ তার আদেশ পালন না করলে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন বা হত্যা করবেন। তার পুত্র প্রহ্লাদ তার সাথে সম্মত হয়নি। তিনি একজন বিষ্ণুভক্ত ছিলেন,গু১৪গ্ন তার পিতাকে দেবতা হিসেবে পূজা করতে তাই তিনি অস্বীকার করেন। প্রহ্লাদ বিষ্ণুকেই পূজা করা চালিয়ে যান। এতে হিরণ্যকশিপু খুব রাগান্বিত হন এবং প্রহ্লাদকে হত্যা করার বিভিন্ন চেষ্টা করেন। এগুলোর মধ্যে একবার হিরণ্যকশিপু তার বোন হোলিকার কাছে সাহায্য চান। হোলিকার একটি বিশেষ পোশাক ছিল যা তাকে আগুনে পুড়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করত। হিরণ্যকশিপুকে তিনি তার কোলে বসতে বলেন, আর হিরণ্যকশিপু তার কোলে বসলে তিনি প্রহ্লাদের উপর আগুন জ্বালিয়ে দেন। এতে প্রহ্লাদ আগুনে পুড়ে মারা যাবে কিন্তু হোলিকার কাছে থাকা বিশেষ বস্ত্রের জন্য তার কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু সেই আগুন জ্বলতেই হোলিকার শরীর থেকে সেই বস্ত্র খুলে গিয়ে প্রহ্লাদের শরীরকে আবৃত করে। এতে হোলিকা আগুনে পুড়ে যায়, আর প্রহ্লাদ ক্ষতি থেকে বেঁচে যায়। বিষ্ণু নৃসিংহ অবতার (অর্ধমানব-অর্ধসিংহ) রূপে গোধূলি লগ্নে (দিন ও রাতের মাঝামাঝি সময়ে) আবির্ভূত হন, হিরণ্যকশিপুকে ঘরের চৌকাঠে (না বাইরে না ঘরে) নিয়ে যান, তাকে নিজের কোলে (না বায়ুতে, না স্থলে) স্থাপন করেন, ও এরপর হিরণ্যকশিপুর নাড়িভুড়ি বের করে ও তার থাবা দিয়ে (না অস্ত্র না সস্ত্র) তাকে হত্যা করেন। এভাবে হিরণ্যকশিপুর লাভ করা বর তাকে বাঁচাতে পারেনি। প্রহ্লাদ ও মানব জাতি বাধ্যবাধকতা ও ভয় থেকে মুক্তি পায়। নৃসিংহের দ্বারা হিরণ্যকশিপু বধ এর এই কাহিনী অশুভ এর উপর শুভের জয়কে নির্দেশ করে। হোলিকা দহন বা নেড়াপোড়া উৎসব এই ঘটনাটিকেই নির্দেশ করে। হোলিকার এই অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কাহিনিই দোলের পূর্বদিনে অনুষ্ঠিত হোলিকাদহন বা চাঁচর উৎসবের সঙ্গে যুক্ত। স্কন্দপুরাণ গ্রন্থের ফাল্গুন মাহাত্ম্য গ্রন্থাংশে হোলিকা ও প্রহ্লাদের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে ভারতের ব্রজ অঞ্চলে, যেখানে কৃষ্ণ ছোট থেকে বড় হয়, সেখানে রাধা ও কৃষ্ণের স্বর্গীয় ভালোবাসার স্মৃতি হিসেবে দিনটি রঙ পঞ্চমি হিসেবে উদযাপিত হয়। হালি নিয়ে আরেকটি গল্প আছে যা ভালোবাসার জন্য আগুনে পুড়ে আত্মত্যাগ এর সাথে সম্পর্কিত। এই গল্পটি শিব ও কামদেবের। শিবের সাথে পার্বতীর বিবাহ হবার পূর্বে, পার্বতী শিবকে যোগ ও ধ্যান থেকে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনবার জন্য বসন্ত পঞ্চমীর দিনে প্রেমের দেবতা কামদেবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কামদেব (প্রেমের দেবতা) এবং তার স্ত্রী রতি (প্রেমের দেবী) পার্বতীকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন যাতে পার্বতী শিবকে তার স্বামী রূপে অর্জন করতে সক্ষম হন। শিব যোগাসনে গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। কামদেব ও রতি শিবের ধ্যান ভঙ্গ করে পার্বতির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করানোর জন্য তার দিকে তীর ছোড়ে। কিন্তু ধ্যানে এই বিঘ্ন ঘটবার কারণে শিব তার তৃতীয় চক্ষু খোলেন এবং সেই চোক্ষুর তেজদীপ্ত চাহনিতে কামদেব দগ্ধ হয়ে ছাইয়ে পরিণত হয়। এই ঘটনায় কামদেবের স্ত্রী রতির বিমর্ষ হয়ে পড়ে। তাদের তীর কাজ করেনি, বরং শিবকে বিদ্ধ করার আগেই এগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তিতে শিব ও পার্বতির বিবাহ হয়। এই বিবাহের সময় রতি শিবের কাছে প্রার্থনা করেন যাতে কামদেবকে তার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। শিব সম্মত হন, এবং কামদেবকে সত্যিকারের আবেগ এর একটি অবাস্তব সত্ত্ব হিসেবে তাকে ফিরিয়ে দেন। প্রেমের দেবতার এই ফিরে আসা বসন্ত পঞ্চমি উৎসবের চল্লিশ দিন পর হোলি হিসেবে পালিত হয়। শিখরা একে ঐতিহ্যগতভাবে উৎসব হিসেবে পালন করেছে, অন্তত উনিশ শতক জুড়ে। শিখ ধর্মের ঐতিহাসিক ধর্মে এই উৎসবকে হোলা বলা হয়। শিখদের শেষ মানবগুরু গুরু গোবিন্দ সিংহ হোলিকে পরিবর্তন করে তিন দিনের হোলা মহল্লা উৎসবে পরিণত করেছিলেন, যেখানে হোলি উৎসব বর্ধিত হয়ে এতে মার্শাল আর্টও অন্তর্ভুক্ত হয়। আনন্দপুর সাহিব এর উৎসবের পর হোলি উৎসবের এই বৃদ্ধির সূচনা ঘটে। এই আনন্দপুর সাহিবে শিখ শিখ দরবারের একটি নথি বলছে, ১৮৩৭ সালে লাহোরে রঞ্জিত সিংহ ও তার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ৩০০ মাউন্ড এর রঙ ব্যবহার করেছিলেন। রঞ্জিত সিংহ বিলাবল বাগানে অন্যদের সাথে হোলি উৎসব উদ্‌যাপন করেছিলেন, যেখানে বিভিন্ন সজ্জিত তাবু খাটানো হয়। ১৮৩৭ সালে স্যার হেনরি ফেন, যিনি তদকালীন ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন, তিনি রঞ্জিত সিংহের আয়োজিত হোলি উৎসবে যোগদান করেছিলেন। রঞ্জিত সিংহের উদ্যোগে লাহোর দুর্গে একটি দেয়াল চিত্র তৈরি করা হয়, যেখানে কৃষ্ণকে গোপিদের সাথে হোলি খেলতে দেখা যায়।

কুম্ভের নামে গণ-উন্মাদনা পাপমুক্তি বনাম বৈজ্ঞানিক যুক্তি

শোভনলাল চক্রবর্তী

আমরা প্রায় সবাই জানি যে অমৃতকুম্ভ থেকে চার ফোঁটা অমৃত উছলে যে চার জায়গাতে পড়েছিল, সেগুলি হল-প্রয়াগরাজ (সাবেক এলাহাবাদ), হরিদ্বার, নাসিক এবং উজ্জয়িনী। সেই কারণে বহু কাল ধরে প্রতি ৪ বছর অন্তর এই ৪টি জায়গাতে অনুষ্ঠিত হয় ভারত তথা বিশ্বের বৃহত্তম কুম্ভমেলা। শুধু তা-ই নয়, প্রতি ১২ বছর অন্তর আসে পূর্ণকুম্ভ। আর এই রকম ১১টি পূর্ণকুম্ভ পার হয়ে ১৪৪ বছর পর আসে মহাকুম্ভ (১২ নম্বর পূর্ণকুম্ভ) বা ত্রিবেণী যোগ। এই যোগে, বিশেষ করে মৌনী অমাবস্যায় গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান অগণিত মানুষের অন্যতম মনোবাসনা। সেই কারণে এই বছর প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত মহাকুম্ভ মেলার প্রচারবার্তা শুরু হয়েছিল অনেক দিন আগেই। যদিও বলে রাখা ভালো যে কুম্ভ মেলার যে ওয়েবসাইট, তাতেই স্পষ্ট করে লেখা আছে যে এই মেলাটি মহাকুম্ভনয়, এটি সাধারণ কুম্ভ। কিন্তু প্রচারে কি না হয়, তাই কৃষ্ণ হয়েছে মহা কৃষ্ণ। অবশ্য এ বার ধর্মীয়, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক মেলবন্ধন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে মহাকুম্ভের এই ত্রিবেণী সঙ্গমে, যেটা হিন্দুদের মহাসঙ্গমও বটে।

এই মেলাকে কেন্দ্র করে উত্তরপ্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের পক্ষে সমগ্র হিন্দুসমাজের নেতা বা মুখ হয়ে ওঠার সমস্ত উপকরণই মজুত ছিল এবং তিনি সেইমতো প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখলে মহাকুম্ভের পরিকাঠামোর জন্য প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা ইতিমধ্যেই বিনিয়োগ করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং মেলার ৪৫ দিনে আনুমানিক ২ লক্ষ কোটি টাকার বাণিজ্যের আশা করা হয়েছে। কিন্তু এই বহুল প্রচারিত মহাকুম্ভ মেলা, উত্তরপ্রদেশ সরকার কর্তৃক যার "ডিজিটাল মেলা" নামকরণ করা হয়েছে বিশ্ববাসীর কাছে, সেখানে গত ২৯ জানুয়ারির মৌনী অমাবস্যাতে দ্বিতীয় শাহি স্নান উপলক্ষে জমায়েতে কয়েক কোটি মানুষের প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে ব্যারিকেড ভেঙে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন কমপক্ষে ৩০ জন (সরকারি মতে) পুণ্যার্থী। যদিও উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ সরকারের তরফে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে এককালীন ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপুরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু দুর্ঘটনার পরেও উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফ থেকে দুর্ঘটনায় মৃত এবং আহতদের সঠিক সংখ্যা প্রকাশ করা হয়নি। উপরন্তু, বেসরকারি ভাবে এই খবরও উঠে আসছে যে, ওই দুর্ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে আরও দু'টি দুর্ঘটনার ফলে কমপক্ষে ১২ জনের মৃত্যু হয়। লক্ষণীয় যে, এই শেষোক্ত দুর্ঘটনাগুলি নিয়ে এই সরকারের পক্ষ থেকে একটি শব্দও এখনও পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি। এর উপর আছে ময়নাতদন্ত এবং মৃত্যুর শংসাপত্র মৃতদেহগুলির পরিবারের হাতে তুলে না দেওয়ার মতো অদ্ভুত সব কান্ড। ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন যে মেলা সংক্রান্ত পাঁচটি সিদ্ধান্ত নেয়, তার মধ্যে অন্যতম ছিল ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রয়াগরাজে কোনও গাড়ি না ঢোকার নির্দেশ এই সিদ্ধান্ত অনেকটা মাথাব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলার মত, এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের ফলে শুধুমাত্র যে প্রয়াগরাজে স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করে দিন কাটাতে হয়েছে তা-ই নয়, নিকটবর্তী তীর্থক্ষেত্র বারাণসীতেও অত্যন্ত অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানেও হোটেলে কোনও ঘর ফাঁকা ছিল না, প্রচণ্ড যানজটের ফলে পথে বেরিয়ে প্রচুর সময় নষ্ট হয়েছে, জিনিসপত্র এবং গাড়িভাড়া অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে, স্টেশনে জনসমুদ্র, দিল্লি স্টেশনে মানুষ পদপিষ্ট হলেন, ট্রেনগুলিতেও পা রাখার জায়গা ছিল না। এসবের দায় বা দায়িত্ব কাদের ছিল সেই প্রশ্ন অবান্তর।

জাগতিক নিয়মমতো কুম্ভ মেলা আবার আসবে, চলেও যাবে। আমরাও এই দুর্ঘটনার কথা ভুলে যাব। মৃত মানুষদের স্থান হবে ইতিহাসের পাতায় সংখ্যায়। ধর্মীয় আবেগহেতু বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানের জমায়েত বন্ধ করা অসম্ভব। অথচ, বেশির ভাগ ধর্মস্থানের পথের দুর্গমতা হেতু যাত্রাপথ মসৃণ নয়। তার উপর বিশেষত হিন্দুবাদীদের স্বর্গ বা নরকবাসের তত্ত্ব অনুযায়ী, কোনও পুণ্যস্থানে মন্দির দর্শন এবং গঙ্গায় (এখানে ত্রিবেণী সঙ্গমে) অবগাহন করা পুণ্যার্জনের লক্ষ্যে প্রধান পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই ছোটখাটো ধর্মীয় জমায়েতে ভারতের সর্বত্র এ ধরনের দুর্ঘটনার নজির বিরল নয়। তার প্রধান কারণ এমন বিপুল জনসমাগমকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পুণ্যার্জনের সুযোগ করে দেওয়ার ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি। অবশ্যই দক্ষিণ ভারতের কিছু মন্দিরে (উল্লেখ্য তিরুপতি) যেখানে স্থায়ী প্রশাসনিক পরিকাঠামো আছে, সেখানে ভিড় নিয়ন্ত্রণ সুচারু ভাবে হয়ে থাকে। প্রয়াগরাজ ফেরত তীর্থযাত্রীদের একটাই বক্তব্য যে, জনসমাগমের হিসাব অনুযায়ী প্রচেষ্টা করা হয়েছিল কি না, তাও অজানা। যেখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন আসছেন, সেখানে অন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব ছিল। যে মেলাতে কোটি কোটি মানুষের সমাবেশ, এবং পুণ্যার্জনই অভীষ্ট, সেখানে তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল্য দিতে হবে এক বিষাদময় পরিস্থিতিতে, তা বোধ করি কাম্য ছিল না। আশা করা যায় মেলার সংশ্লিষ্ট আয়োজক রাজ্য এ বিষয়ে আগামী দিনে অগ্রিম চিন্তাভাবনা করবে। অতীতকাল থেকে চলে আসা কুম্ভমেলায় মৃত্যু-মিছিল যেন কিছুতেই থামছে না। কুম্ভমেলায় পূর্বের একাধিক বার মৃত্যুমিছিল দেখেও কি বর্তমান উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের ঘুম ভাঙেনি বা কিছুই শিক্ষা হয়নি। পুণ্যার্থীদের ভিড় যে উপচে পড়বে- তা তো জানাই ছিল। সেই মোতাবেক প্রশাসন ব্যবস্থা করলে এত মানুষকে প্রাণ

আমরা যদি আজ গঙ্গা নদীকে রক্ষা করার কথা না ভাবি তবে আগামী মহাকুম্ভ মেলা হবে বালির নদীতে, গঙ্গার প্রবাহ বিলীন হবে মরুরাশিতে। নামেই রয়েছে কেন্দ্রের "নমামী গঙ্গে" প্রকল্প। গঙ্গা দূষণের কোনও সীমা পরিসীমা নেই।

পরিবহণ ব্যবস্থা, সাধারণ মানুষের থাকার ব্যবস্থা এবং আনুষঙ্গিক দিন গুজরানের সাময়িক ব্যবস্থাপনা করতে অগ্রিম চিন্তাভাবনায় যথেষ্ট গলদ ছিল। ত্রিবেণী এবং সংলগ্ন এলাকার পূতিগন্ধময় পরিবেশ জনস্বাস্থ্যর পক্ষে ক্ষতিকারক ছিল। পরিবেশবান্ধব শৌচাগার তৈরির বিসর্জন দিতে হত না। এই মৃত্যুমিছিল যে উত্তরপ্রদেশ সরকারের চরম গাফিলতির পরিণতি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রয়াগ সংলগ্ন ঘাটের দিকে তাকিয়ে, বিকেলের পড়ন্ত সূর্য্যের পশ্চিমে ঢলে পড়া আর তাতে সিলুয়েট হয়ে আসা মাথায় বোঁচকা কুঁচকি নিয়ে নিরন্তর অব্যক্ত দৃষ্টিতে এগিয়ে চলা ভারতবর্ষের ছবি আমরা অনেক দেখেছি। পরিতাপের বিষয়, এর মধ্যেও রাজনৈতিক পাথেয় খুঁটে খাওয়ার মতো করে খুঁজে চলেছে নানা শক্তি। তাদের এই অভিপ্রায়ের লয় হোক, এ আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। তবেই নতুন ভারতবর্ষের অভ্যুদয় সম্ভব। একটি দেশের জনসমষ্টির প্রায় অর্ধেক উপস্থিত একটি নগরে, কিসের আকর্ষণে, কী মোক্ষলাভের আশায়? সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে হতদরিদ্র ও দেশের তাবড় ভিআইপি তথা রাজনৈতিক নেতা নেত্রী, শিল্পে, শিক্ষায়, ব্যবসায় যাঁরা অগ্রণী তাঁরা সকলে ছুটে এলেন- অমরত্ব যে মিলবে না সেটা জেনেও? অমরত্বের আশা ত্যাগের পর পরে থাকছে পাপস্খলনের আশা। সত্যিই কি এই সময়পর্বে বা দিন বিশেষে হাড় হিম করা ঠান্ডায়, কোনও বিশেষ মুহূর্তে একটি ডুব দিলেই যাবতীয় পাপ ধুয়ে যাবে? যদি একটি ডুব দিলে মানুষের চৈতন্য উদয় হয়, তবে এমন অবগাহন তাঁরা নিয়ত করে যান। আগামীতে এমন কুম্ভই হোক আমাদের ইন্দিত, অভিপ্রেত। এত মানুষ পাপ ধুতে কুম্ভমেলায় ছুটছে। বেদ গ্রন্থে এরকম পাপ খণ্ডন করার ব্যাপার ছিল না। আবরাহামিক ধর্ম থেকে পাপী হয়ে জন্মানোর ব্যাপারটা এসেছে (অরিজিনাল সিন)। ভারতেও কোনও ভাবে ওখান থেকেই আমদানি হয়েছে এই ধারণা। গণ উন্মাদনা গড়ে তুলে সরকার যেটা করেছে তা কোন ধরণের হিন্দুরাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে দেশটাকে ভাবলেও শঙ্কা হয়। তথাকথিত 'পাপ মুক্তি'র স্থানকে 'বৈজ্ঞানিক যুক্তি'র অনুসন্ধানে পরিবর্তন করা ইউরোপ একসময় দেখেছিলো নবজাগরণ পর্য্যায়ে। সেই পথে হাঁটা ছাড়া অন্য গতি নেই। যে মুহূর্তে জানা গেল যে সঙ্গমের জল মানুষের স্নানের যোগ্য নয়, সেই মুহূর্তে রে রে করে উঠল গোটা হিন্দুত্ব ব্রিগেড। এত বড় সাহস বিজ্ঞানীদের। কুম্ভের জল নিয়ে প্রশ্ন? হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি তৎক্ষণাৎ আবিষ্কার করে ফেলল গঙ্গার জলে ব্যাকটিরিওফেজের উপস্থিতি। এই ব্যাকটেরিয়া গুলিকে গঙ্গার "নিরাপত্তা রক্ষী" হিসাবে বর্ণনা করে এক বিশাল পোস্ট করলেন এক হিন্দুত্ববাদী বিজ্ঞানী। তিনি বলেন যে স্নানকারীদের দ্বারা প্রেরিত ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া সনাক্ত এবং নির্মূল করতে সক্ষম এই ব্যাকটিরিওফেজগুলি। তারা নাকি ব্যাকটেরিয়ায় অনুপ্রবেশ করে, তাদের আরএনএ হ্যাক করে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ধ্বংস করে। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে এই অণুবীক্ষণিক সত্তাগুলি সমস্ত ক্ষতিকারক জীবাণু নিরপেক্ষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিলিপি তৈরি করতে থাকে। সবই বললেন শুধু বললেন না যে এই সব কাহিনী গঙ্গার জলের স্রোত যেখানে প্রবল কেবল সেখানেই সম্ভব। ফলে হরিদ্বার পেরিয়ে আসার পর, আর গঙ্গার জল নিজেই পরিশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

মনে পড়ে গেল সত্যজিৎ রায়ের "গণশত্রু" ছবিতে ডাক্তার রূপী অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই করুন খেদোক্তি, "মন্দিরের চরণামৃততে জীবাণু রয়েছে, একজন ডাক্তার হিসেবে সে কথা আমি দৈনিকের পাতায় লিখতে পারব না?" ছবিতে ডাক্তারবাবুর সপক্ষে সত্যজিৎ রায় কিছু মানুষকে দেখিয

বৃহস্পতিবার আগরতলায় আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল অনুষ্ঠানে সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

নবীন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি মন্ত্রক

প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর: ভারতের সৌর বিপ্লবের নতুন দিগন্ত

১০ লক্ষ বাড়িতে সৌরশক্তির সংযোগ; বিনামূল্যে বিদ্যুতের স্বপ্ন সফল

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ২০২৫: বাড়ির ছাদের উপরে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বের বৃহত্তম যোজনা "প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা" (পিএমএসজিএমবিওয়াই), এক ঐতিহাসিক মাইলফলক অতিক্রম করেছে। ১০ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ১০ লক্ষ বাড়িতে সৌর বিদ্যুতের সংযোগ সম্পন্ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এই প্রকল্প চালু করেন। ইতোমধ্যেই ৪৭.৩ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৬.১৩ লক্ষ উপভোক্তার জন্য ৪,৭৭০ কোটি টাকা ভর্তুকি বিতরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে সহজ ঋণ সুবিধা, যেখানে ১২টি সরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে মাত্র ৬.৭৫ু সুদে জামানত-মুক্ত ঋণ পাওয়া যাচ্ছে ২ লক্ষ পর্যন্ত। বর্তমানে ৩.১০ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে, যার মধ্যে ১.৫৮ লক্ষ অনুমোদিত হয়েছে এবং ১.২৮ লক্ষ বিতরণ করা হয়েছে। মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে ভর্তুকি হস্তান্তরের সুবিধা ও বহু উপভোক্তার জন্য "শূন্য বিদ্যুৎ বিলে"র সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই প্রকল্প শুধুমাত্র ঘরবাড়ি আলোকিত করছে না, বরং মানুষকে ক্ষমতায়িতও করছে। প্রত্যেকটি সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনা ১০০টি গাছ লাগানোর সমান কার্বন নির্গমন হ্রাস করতে সক্ষম, যা ভারতের সুস্থায়ী ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যে সৌর শক্তির প্রসার ঘটেছে। চণ্ডীগড় ও দমন ও দিউ ১০০ু সরকারি ভবনের ছাদে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপনের লক্ষ্য অর্জন করেছে। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও তামিলনাড়ুও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে, ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে ১ কোটি বাড়িতে সৌর বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা।

যোজনায় সর্বাধিক সংখ্যক পরিবার সুবিধা পেয়েছে গুজরাটে, যেখানে ৩.৫১ লাখের বেশি পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে, যা মোট সুবিধাভোগীর ৪১.৪৭ু। এরপরই রয়েছে মহারাষ্ট্র (১.৯২ লাখ পরিবার, ২২.৭৯ু), উত্তরপ্রদেশ (৭৩,৬০২ পরিবার, ৮.৬৯ু), কেরালা (৬৫,৪২৩ পরিবার, ৭.৭৩ু) এবং রাজস্থান (২৬,৬২২ পরিবার, ৩.১৪ু)।

নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসারে কেন্দ্রের "প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা" ইতোমধ্যেই দেশজুড়ে সাড়া ফেলেছে। সরকারি হিসেবে, এই উদ্যোগের ফলে বছরে প্রায় ৭৫,০০০ কোটি টাকার বিদ্যুৎ ব্যয় সাশ্রয় হবে। ছাদে সৌর প্যানেল বসিয়ে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহারের পাশাপাশি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিভিন্ন বিদ্যুৎ সংস্থার কাছে বিক্রির সুযোগও থাকছে। এতে ঘরোয়া সঞ্চয়ের পাশাপাশি আয়ও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, প্রকল্পটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ৩০ গিগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে, যা দেশের মোট নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনকে আরও শক্তিশালী করবে।পরিবেশগত দিক থেকেও এই প্রকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে আগামী ২৫ বছরে প্রায় ১০০০ বিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে এবং ৭২০ মিলিয়ন টন কার্বন নির্গমন হ্রাস করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি, এই খাতে প্রায় ১৭ লাখ নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সরকারি ভর্তুকির আওতায় ১-২ কিলোওয়াটের জন্য ৩০,০০০ টাকা থেকে ৬০,০০০ টাকা, ২-৩ কিলোওয়াটের জন্য ৬০,০০০ টাকা থেকে ৭৮,০০০ টাকা এবং ৩ কিলোওয়াটের বেশি ক্ষমতার সৌর প্যানেল বসালে সর্বোচ্চ ৭৮,০০০ টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি মিলবে। জাতীয় পোর্টালের মাধ্যমে সরাসরি আবেদন করা যাবে, যেখানে বিক্রেতা নির্বাচন ও সুবিধাভোগীদের সমস্ত তথ্য যাচাই করার পর মাত্র ১৫ দিনের মধ্যেই ভর্তুকির টাকা সরাসরি গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'সূর্য ঘর' প্রকল্প শুধুমাত্র বিদ্যুৎ ব্যবহারের ধরন বদলাবে না, বরং দীর্ঘমেয়াদে ভারতকে নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর করে তুলবে। সৌরবিদ্যুতের প্রসার যেমন বাড়বে, তেমনই কমবে কার্বন নির্গমন, যা পরিবেশ সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে, এই প্রকল্পে কেবলমাত্র ভারতে তৈরি সৌর মডিউল ও সেল ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ১০ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ গিগাওয়াট সৌর শক্তি সংযোজিত হয়েছে এবং ২০২৭ সালের মধ্যে ২৭ গিগাওয়াট অর্জনের লক্ষ্য রয়েছে।দেশজুড়ে প্রতিটি জেলায় একটি করে মডেল সৌর গ্রাম গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রতি গ্রামে ১ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করা হবে। কমপক্ষে ৫,০০০ জনসংখ্যার গ্রাম (বিশেষ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে ২,০০০ জনসংখ্যা) এই প্রকল্পের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত গ্রামগুলোকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে।

"প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা" ভারতের নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। সহজ ঋণ, ভর্তুকি ও অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি শহর ও গ্রামে সৌর শক্তি ব্যবহারের পথ সুগম করছে। প্রকল্পটি শুধুমাত্র বিদ্যুৎ ব্যয় কমাবে না, বরং পরিবেশ সুরক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন পূরণের দিশা দেখাবে।

জীবিকা এবং পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চাষাবাদের উন্নতি নিয়ে আইসিএআর এর কর্মশালা

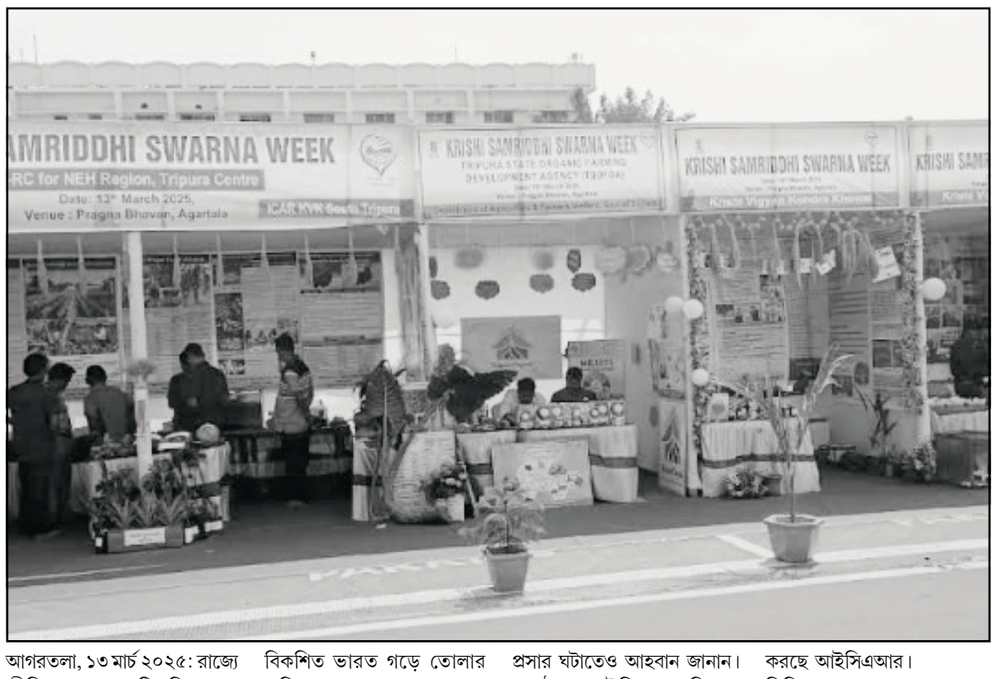

আগরতলা, ১৩ মার্চ ২০২৫: রাজ্যে জীবিকা এবং পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাষাবাদ ও শস্যের উন্নতি - বিষয়ে আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে তিন দিনের কর্মশালা শুরু হয়েছে। ভারতীয় কৃষি গবেষনা পর্ষদ (আইসিএআর) আয়োজিত এই কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল শ্রী ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর শুভেচ্ছা বার্তা পড়ে শোনানো হয়। রাজ্যপাল এই কর্মশালার সাফল্য কামনা করে বলেন, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ত্রিপুরায় বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদনের উপযোগী বৈচিত্র্যময় কৃষি-জলবায়ু পরিবেশ রয়েছে, যা অত্যন্ত গর্ব করার মতো।রাজ্যপাল আরও বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য শস্যের বৈচিত্রকরন, এবং বিবিধ কৃষি কৌশলের প্রবর্তন ও উন্নতিসাধন করা অপরিহার্য।

রাজ্যপাল বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রকৃতির জমিতে উপযুক্ত ফসলের চাষাবাদ ও প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় কৃষি সংস্থা আইসিএআর নিরলস কাজ করে চলেছে। ফসলের উন্নতির জন্য কৌশলগত পদ্ধতি তৈরি করাও এসআর আই পদ্ধতিতে ধানের উৎপাদন বাড়ানোর ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এস আর আই পদ্ধতি গ্রহণ করলে জমিতে জলের ব্যবহার ৫০ শতাংশ হ্রাস পায়। রাজ্যেপাল জৈব চাষের প্রসার ঘটাতেও আহবান জানান। অনুষ্ঠানে আইসিএআর ত্রিপুরা শাখার প্রধান বি ইউ চৌধুরী জানান, রাজ্যের কৃষির উন্নতির জন্য গোমতী, চিকেন ধানের মতো ২২ থেকে ২৩ ধরনের ধান আইসিএআর থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে। কৃষকরা এই সব প্রজাতির বীজ ব্যবহার করায় রাজ্যে ধানের উৎপাদন দুই থেকে তিন গুন বেড়েছে। চাষিদের এইসব ধানের চাষ নিয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষন দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান। তিনি জানান, কৃষি, উদ্যান ফসল, মৎস্য ও প্রাণিপালন সহ সকল সহযোগী ক্ষেত্র নিয়ে কৃষি উৎপাদন, কৃষক কল্যাণ ও কৃষকদের উপার্জন বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে আইসিএআর।

তিনি আরও জানান, আজ থেকে শুরু হওয়া তিনদিনের কর্মশালায় ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি রোজগার বাড়ানোর জন্য চাষাবাদের নানান পরিকল্পনা ও উপায় নিয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কৃষকরা এই তিনদিনে আইসিএআর এর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করবেন। এদিন কর্মশালায় আলোচনা করেন রাজ্য প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার, আইসিএআরের কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ বিনয় সিং প্রমুখ। কর্মশালায় ২০০-র অধিক কৃষক অংশগ্রহণ করেছেন।

বর্ণিহাট-দূষণ : "অসম ও মেঘালয়, উভয় পক্ষেরই উদ্বেগ", সংকট মোকাবিলায় যৌথ পদক্ষেপের আহ্বান মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাডের

শিলং, ১৩ মার্চ (হি.স.) : বর্ণিহাটের দূষণকে "অসম ও মেঘালয়, উভয় পক্ষেরই উদ্বেগ" বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা। উদ্ভূত সংকট মোকাবিলায় মেঘালয় ও অসম সরকারকে যৌথভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড। অসমের আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী গুয়াহাটির পার্শবর্তী মেঘালয়ের রি-ভই জেলার অন্তর্গত বর্ণিহাটকে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহর বলে এক রিপোর্টে তথ্য প্রকাশ করেছে 'ওয়ার্ল এয়ার কোয়ালাটি'। প্রকাশিত এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বৃহস্পতিরা রাজ্য বিধানসভায় এ প্রসঙ্গে বিরোধীদের উত্থাপিত জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ ব্যাপারে তিনি সীমান্ত অঞ্চলকে প্রভাবিত করে এমন পরিবেশগত সংকট মোকাবিলায় প্রতিবেশী অসমের সাথে সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী সাংমা বলেন, 'বিষয়টি কেবল মেঘালয়ের নয়, সীমান্তের উভয় পাশেই উদ্বেগ রয়েছে। এটি এমন এক সমস্যা যা উভয় রাজ্যকেই একসাথে সমাধান করতে হবে।'

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি 'ওয়ার্ল এয়ার কোয়ালাটি'-র ২০২৪-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, বর্ণিহাটের বায়ুতে প্রতি ঘনমিটারে গড়ে ২.৫ ঘনত্ব (প্রতি মিনিটে) ১২৮.২ মাইক্রোগ্রাম দূষিত পদার্থ প্রবাহিত হচ্ছে।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী সাংমা এই পরিসংখ্যানের বিরোধিতা করে 'মেঘালয় রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড' (এমএসপিসিবি)-এর তথ্য উদ্ধৃত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২৪ সালের পরিসংখ্যানে বর্ণিহাটের বায়ুতে প্রতি ঘনমিটারে ৫০.১ মাইক্রোগ্রামের বার্ষিক গড়, যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। সদনকে তিনি জানান, চলতি বছর ২০২৫ সালের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারিতে মেঘালয় রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড-এর আধিকারিকরা আকস্মিক পরিদর্শন করেন বর্ণিহাট শহর ও সংলগ্ন এলাকা। এলাকা পরিদর্শনের পর এমএসপিসিবি কর্তৃপক্ষ সাতটি শিল্প ইউনিটকে বন্ধের নোটিশ জারি করেছে। এছাড়া দূষণ নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস পরিচালনা না করা এবং নির্গমন তথ্য প্রেরণে ব্যর্থতা সহ লঙ্ঘনের জন্য আরও দুটি শিল্প ইউনিটের উপর পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করেছে।

তবে ওই শিল্প ইউনিটগুলি বন্ধ থাকলেও অসমের বালিপাথরের একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (বায়ু মানের সূচক বা একিউআই) রিডিঙে 'খারাপ' বা 'খুব খারাপ' মাত্রা ধরা পড়েছে। এটিকে প্রমাণ হিসেবে উত্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অসম ভূখণ্ডে শিল্প এবং অন্যান্য কার্যকলাপ বায়ু দূষণের প্রধান উৎস হতে পারে।'

বিস্তারিত তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাংমা প্রতিবেশী দুই রাজ্যের মধ্যে শিল্প বৈষম্য তুলে ধরে বলেছেন, অসমের বর্ণিহাটে ২০টি রেড-ক্যাটাগরির শিল্প রয়েছে, বিপরীতে মেঘালয়ের বার্ণিহাটে মাত্র পাঁচটি। তিনি স্পষ্ট জানান, কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড অসমের অংশকে 'ক্রিটিক্যালি পলিউটেড এরিয়া' বলে চিহ্নিত করেছে।

প্রশ্নকর্তা বিধায়কদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা বলেন, 'আপনাদের, বিশেষ করে অসম এবং মেঘালয়, উভয় পক্ষের বর্ণিহাট এলাকার নাগরিকদের আমি আশ্বস্ত করছি, আমরা উদ্ভূত এই সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন। এই সমস্যাটি সমাধান বা সর্বোচ্চ স্তরে হ্রাস করতে আমরা প্রচেষ্টার কোনও খামতি রাখব না।'

মুখ্যমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, 'ওই এলাকার স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা সরকারের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উভয় রাজ্যই দূষণ সংকট মোকাবিলায় যৌথভাবে বিদ্যমান আইনি বিধান বাস্তবায়ন করবে।

কনরাড সাংমা আরও জানান, তিনি অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে উভয় রাজ্যের বিশেষজ্ঞ এবং কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি যৌথ কর্মপরিকল্পনার অনুরোধ করেছেন। পাশাপাশি উদ্ভূত সংকট মোকাবিলায় মেঘালয় সরকার বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদকে এলাকার নির্গমন তালিকা এবং উৎস বণ্টন অধ্যয়ন পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করেছে, সদনকে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অবশেষে স্বস্তি, যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে

জম্মু, ১৩ মার্চ (হি.স.): অবশেষে স্বস্তি পেলেন জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দারা, স্বস্তি পেলেন পণ্য পরিবহনকারী যানবাহনের চালকরাও। বৃহস্পতিবার যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে। ট্রাফিক পুলিশের মতে, হাইওয়ের উভয় দিক থেকে যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচল করছে, অন্যদিকে ভারী যানবাহনগুলিকে কেবল শ্রীনগর থেকে জম্মুর দিকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।পুলিশ যাত্রীদের লেন শৃঙ্খলা মেনে চলার এবং রাস্তার যানজট রোধে ওভারটেকিং এড়াতে পরামর্শ দিয়েছে। ট্রাফিক পুলিশ যাত্রীদের দিনের বেলায় হাইওয়ে ভ্রমণ করার এবং রামবান ও বানিহালের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় থেমে থাকা এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছে, কারণ এই পথে ভূমিধস এবং পাথর গড়িয়ে আসার ঝুঁকি রয়েছে।

দাবীহীন মহিলার মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref:- Airport PS G.D Entry No. 14– date-25-02-2025

পাশের ছবিটি ফাতেমা বেগম, প্রযত্নে- নরসিংগড মডার্ন সাইক্রিয়াটিক হাসপাতাল, থানা- এয়ারপোর্ট, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স- আনুমানিক ২৫ বছর, উচ্চতা- ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি, গায়ের রঙ- ফর্সা, গত ১২/১১/২০২০ ইং তারিখ মাননীয় আদালতের নির্দেশ মূলে নরসিংগড় মডার্ন সাইক্রিয়াটিক হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় এবং চিকিৎসা চলাকালীন গত ২৫/০২/২০২৫ ইং তারিখ দুপুর ৩ টা ০৫ মিনিটে নরসিংগড় মডার্ন সাইক্রিয়াটিক হাসপাতালে মারা যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরন করার জন্য। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহের দাবী করেনি।

উপরে উল্লেখিত মহিলার মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্টোল ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) এয়ারপোর্ট থানা ০৩৮১-২৩৪- ২২৫৮/৯২৩৩৫৩৯৮৫৯

ICA/D-2003/25

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

T-E-N-D-E-R N-O-T-I-C-E I-N-V-I-T-I-N-G

Tripura from the Registered Tenders in sealed hereby invited are Cover Dealer/Firm/Agency/Supplier for supplying one Photocopier Machine preferably SHARP/ RICOH/ KONICA MINOLTA along with one Automatic Stabilizer (2KV) on the enclosed terms and conditions maintaining following specifications.

TABLE:-1

TABLE:-1

Sl. No	Particulars
01	A3 Size photocopier * Supported by Linux Operating System
02	30 prints per minute
03	Duplex Facility Zoom up to 400% in 1% Increment
04	Standard Paper Tray capacity (min 350) By Pass Tray
05	4GB Ram and above
06	PC Connectivity and LAN network along with Wi-Fi and Bluetooth Facility
07	USB/HDMI Port
08	TCP/IP (IPv4IPv6), NetBEUI, SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP/ Network Protocol

TABLE:-2

Sl. No	Particulars/Specifications
01	2KVA Automatic Voltage Stabilizer (preferable Voltas/SONY/ Luminous)

The last date of dropping/receipt of the tender is up to 4 pm on 19.03.2025 and likely to open on 20.03.2025 in the chamber of the Judge, Family Court, Udaipur, Gomati Tripura. Bidders may remain present at the time of opening of bids if they want.

ICA/C-4364/25

(SUBHRA NATH)
Judge,
Family Court, Udaipur,
Gomati District, Tripura.

ORDER

WHEREAS, report has been received from the Superintendent of Police, West Tripura District vide letter No. 9875-85/S.P./DIB/W/ 2025 dated. 13.03.2025 regarding apprehension of breach of peace in and around the city and other areas throughout the . District by motor bikes taking one or two male pillion riders with them on the day of Dol/ Holi Festival on 14-03-2025 and 15-03-25 from 1000 hrs to 2400 hrs on both the days. It is considered essential to issue order prohibiting such ride in motor bikes and also carrying of deadly weapons, fire arms explosive substance like bomb, Dao, Lathi, Rod etc.

WEREAS, I Dr, Vishal Kumar, IAS, District Magistrate & Collector, West Tripura District am satisfied that taking of one or two riders on motor bike (excluding the driver) carrying of dangerous weapons, fire arms and explosive like bomb, Dao, Lathi Rod etc. are to be prohibited in order to prevent breach of peace and public tranquility during the Dol/ Holi Festival in the entire West Tripura District on 14.03.2025 and 15.03.2025.

NOW, THEREFORE, in exercise of power conferred upon me under Sub Section (1) and (2) of Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita(BNSS), 2023 as amended from time to time. I do hereby order that;

a) No person except police personnel & Government Servant on Government duty in connection with maintenance of Law & Order shall be entitled to carry any fire arms and other lethal weapons within the area given in the schedule.
b) Persons exceeding 5 (five) should not assemble.
c) Roaming of motor bikes taking one or more riders (excluding the driver is strictly prohibited).

This order shall remain in force for a period of 2 (two) days on14.03.2025 and 15.03.2025 from 1000 hrs. to 2400 hrs.

Any person violating this order shall be liable for prosecution under Section 223 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS),2023

SCHEDULE

Entire West Tripura District.

Given under my hand and seal on this 13 day of March, 2025.

ICA/D/2004/25

(Dr. Vishal Kumar,IAS)
District Magistrate & Collector,
West Tripura District.

Walk-in-Interview

A walk in- interview will be held at A.M.B.S. Mahavidyalaya, Amarpur, Gomati, Tripura on 20- 03-2025 at 12.30.PM for engagement of Guest Lecturers in the subjects, of English and Mathematics.

Essential Qualification: as per the UGC guidelines for regarding the engagement of Guest Lecturers at Government (General) Degree College during engagement thereof.

The Interested candidates are requested to appear before the interview board with all necessary testimonials in original and photocopies of the same along with an application in plain paper. The engagement will be made on merit basis taking into the account the API score and interview. Selected candidates will be engaged with an honorarium of RS. 500/- per class not exceed the maximum ceiling of Rs. 20,000/- per month. The engagement will be purely on temporary basis. No TA/DA is admissible for appearing in the interview.

ICA/D/2000/25

(Dr. Pradeep Kumar Deepak)
Principal In-Charge A.M.B.S. Mahavidyalaya
Amarpur, Gopmati Tripura.

PRESS SHORT NOTICE INVITING TENDER (PSNIT)

On behalf of the Governor of Tripura the under-signed invites sealed Tender from bonafide contractor "Re-filling of 20 Nos. empty Co2Fire Extinguisher with Hydro Test having capacity of 4.5 KG capacity for "Directorate of Tripura Fire & Emergency Services "as per given Specifications, Terms & Conditions laid down in SNIT.

1. The sealed Tender shall be dropped in the Tender Box at Directorate of Fire & Emergency Services, Agartala up to 4 PM on 17.03.2025 and shall be opened in the next day if possible.
2. SNIT notice is to be downloaded from the website https://fireservice.tripura.gov.in by eligible bidders.
3. This notice is only to provide most preliminary information to the interested bidders. The copy of the SNIT may be inspected and collected from the Office of the undersigned up to 17.03.2025 (office date and hour only).

ICA/C-4368/25

Joint Director,
Fire & Emergency Services,
Tripura Agartala.

ADDENDUM

Please refer to the PNIT No. e-PT-53/EE/RDAD/2024-25 Dt. 28/02/2025 for the work "Construction of Guest House cum Officers Training Centre at Agartala under R.D. Agartala division, West Tripura during the F.Y. 2024-25" vide DNIeT No.:e-DT/55/CNST-GST-TRNCNTR/AMC/REV/CE/RDD/AGT-DIV/ DNIT/2024-25 Dated: 27/02/2025 with an ECV (Estimated Contract Value) of 13,71,06,447.00.

As directed, following clause is added in the TENDERER'S/ CONTRACTOR'S CERTIFICATE of Annexure-II against the above said tender:

The bidder is advised to visit the site of work, which is mandatory, at his own cost, and examine it and its surroundings to collect all information that he considers necessary for proper assessment of the prospective assignment before due date of submission of Bid. A certificate from the Engineer-in-Charge with respect to visit for the proposed project site must be uploaded with Annexure-II, otherwise bid will be considered as Non-responsive. The site visit should be completed 10 (ten) days before last date of dropping/submitting of tender.

This is also to notify here that the last date of dropping of tender is extended from 3.00 PM of 21/03/2025 to 3.00 PM of 31/03/2025.

Accordingly tender will be opened on 3.30 PM of 31/03/2025 instead of 3.30 PM of 21/03/2025. Also, pre-bid meeting is being rescheduled to be held on 12.00 Noon of 21/03/2025 instead of 11/03/2025 in the chamber of the undersigned in presence of the SE, RD 1st Circle, Agartala.

This is for information of all the concerned.

ICA/C-4357/25

Executive Engineer
RD Agartala Division Gurkhabasti, Agartala

PRESS NOTICE INVITING e TENDER No:- 30/EO/TRRDA/ 2024-25 date: 11/03/2025

The Empowered Officer, Tripura RRDA on behalf of Governor of Tripura invites the percentage rate bids in electronic tendering system Construction of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-1 in the district of Dhalai for 65 number of package (1 road work in each package) with estimated cost of Rs. 3310.43 lakh Unakoti for 02 number of packages (1 road work in each package) with estimated cost of Rs. 1246.76 lakh & North Tripura for 02 number of packages (1 road work in each package) with estimated cost of Rs. 1921.11 lakh including performance based maintenance for five years from the eligible contractor of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway / Other State PWD/ Central & State Public Sector undertakings*.

Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: 11/03/2025 (dd/mm/yyyy)

Availability of Bid Documents and mode of submission: The bid document is available online and should be submitted online in www.pmgsytender strp.gov.in. The bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in PMGSY may obtain the same from the website: www.pmgsytenders.gov.in

Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender

Last Date/Time for receipt of bids through e-procurement: 01/04/2025 upto 15:00 Hours. For further details please log on to www.pmgsytenderstrp.gov.in

ICA/C-4356/25

Empowered Officer, Tripura RRDA
7th Block, 2nd Floor, Secretariat Building, Agartala

*Non-registered bidders may submit bids; however, the successful bidders must get registered in appropriate class with appropriate authorities before signing the contract.

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

দোকানের জাল রং নয়, দোলের আগে বাড়িতেই বানিয়ে নিন ভেষজ আবির

হাতে মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই দোল। সারা দেশ জুড়ে ধুমধাম করে পালিত হবে হোলি উৎসব। তাই এখন বাজারে গেলেই চারিদিকে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনি, কমলা, গোলাপি আবিরের ছড়াছড়ি। আজকাল সবেতেই রাসায়নিকের ছোঁয়া। সে খাবার জিনিস হোক বা দোলের সময় আবির থেকে রঙে। একদিনের রঙের ছোঁয়াতেই ভুগতে পরের বেশ কয়েক দিন।

হাতে মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই দোল। সারা দেশ জুড়ে ধুমধাম করে পালিত হবে হোলি উৎসব। তাই এখন বাজারে গেলেই চারিদিকে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনি, কমলা, গোলাপি আবিরের ছড়াছড়ি। আজকাল সবেতেই রাসায়নিকের ছোঁয়া। সে খাবার জিনিস হোক বা দোলের সময় আবির থেকে রঙে। একদিনের রঙের ছোঁয়াতেই ভুগতে পরের বেশ কয়েক দিন।

বিশেষ করে শিশুদের কোমল ত্বকে বা চোখে সারা জীবনের জন্য বড় ক্ষতি করে দিতে পারে এই সব বাজার চলতি রাসায়নিক সমৃদ্ধ রং। এদিকে ভেষজ আবির কিনতে গেলে একে তো তার দাম সাঙ্ঘাতিক। তার উপরে আবার দাম বেশি দিয়েও যে আপনি ভাল মানের জিনিস কিনে আনছেন তার কোনও গ্যারান্টি।

বিশেষ করে শিশুদের কোমল ত্বকে বা চোখে সারা জীবনের জন্য বড় ক্ষতি করে দিতে পারে এই সব বাজার চলতি রাসায়নিক সমৃদ্ধ রং। এদিকে ভেষজ আবির কিনতে গেলে একে তো তার দাম সাঙ্ঘাতিক। তার উপরে আবার দাম বেশি দিয়েও যে আপনি ভাল মানের জিনিস কিনে আনছেন তার কোনও গ্যারান্টি।

তাই বরং এই সব ছেড়ে এই দোলে বাড়িতেই বানিয়ে নিন লাল-গোলাপি- সবুজ যে রং পছন্দ সেই রঙের আবির। তা একদিকে যেমন ভালো গুণমানের হবে তেমনই বাড়িতে বানালে তার খরচ বাজারের থেকে কম পড়বে। কী ভাবে বাড়িতে তৈরি করবেন আবির? শিখে নিন এই প্রতিবেদনে।

তাই বরং এই সব ছেড়ে এই দোলে বাড়িতেই বানিয়ে নিন লাল-গোলাপি- সবুজ যে রং পছন্দ সেই রঙের আবির। তা একদিকে যেমন ভালো গুণমানের হবে তেমনই বাড়িতে বানালে তার খরচ বাজারের থেকে কম পড়বে। কী ভাবে বাড়িতে তৈরি করবেন আবির? শিখে নিন এই প্রতিবেদনে।

হলুদ আবির - হলুদ আর বেসন প্রায় সব সময় মজুত থাকে বাঙালিদের রান্নাঘরে। এই দুই উপাদান মিশিয়েই তৈরি হবে ভেষজ হলুদ আবির। চার ভাগ বেসন ও এক ভাগ হলুদ ভাল করে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে হলুদ রং। বেসন না থাকলে চালের গুঁড়োর সঙ্গেও মেশানো যেতে পারে হলুদ। আবার গাঁদা ফুলের পাপড়ি ভালো করে রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে নিলেও মিলবে হলুদ রং।

হলুদ আবির - হলুদ আর বেসন প্রায় সব সময় মজুত থাকে বাঙালিদের রান্নাঘরে। এই দুই উপাদান মিশিয়েই তৈরি হবে ভেষজ হলুদ আবির। চার ভাগ বেসন ও এক ভাগ হলুদ ভাল করে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে হলুদ রং। বেসন না থাকলে চালের গুঁড়োর সঙ্গেও মেশানো যেতে পারে হলুদ। আবার গাঁদা ফুলের পাপড়ি ভালো করে রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে নিলেও মিলবে হলুদ রং।

সবুজ আবির - বাজারে এখনও পাওয়া যাচ্ছে পালং শাক। কিনে এনে প্রথমে বেটে নিন। এ বার সেই মিশ্রণটি ভাল করে ছেঁকে নিয়ে গোলাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। তরল মিশ্রণটি বড় ট্রে-তে রেখে এক কাপ কর্নফ্লাওয়ার ভাল করে মিশিয়ে নিন। দেখবেন কোনও মণ্ড যাতে না থাকে। এ বার মিশ্রণটি রোদে শুকিয়ে হাতে গুঁড়ো করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে সবুজ আবির।

সবুজ আবির - বাজারে এখনও পাওয়া যাচ্ছে পালং শাক। কিনে এনে প্রথমে বেটে নিন। এ বার সেই মিশ্রণটি ভাল করে ছেঁকে নিয়ে গোলাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। তরল মিশ্রণটি বড় ট্রে-তে রেখে এক কাপ কর্নফ্লাওয়ার ভাল করে মিশিয়ে নিন। দেখবেন কোনও মণ্ড যাতে না থাকে। এ বার মিশ্রণটি রোদে শুকিয়ে হাতে গুঁড়ো করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে সবুজ আবির।

কমলা আবির - কমলালেবুর খোসা গুঁড়ো করেই বানিয়ে ফেলতে পারেন এই আবির। কমলালেবুর খোসা শুকিয়ে ভাল করে গুঁড়ো করে নিন। এ বার কর্নফ্লাওয়ার আর সামান্য হলুদ গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে কমলা রঙের আবির।

কমলা আবির - কমলালেবুর খোসা গুঁড়ো করেই বানিয়ে ফেলতে পারেন এই আবির। কমলালেবুর খোসা শুকিয়ে ভাল করে গুঁড়ো করে নিন। এ বার কর্নফ্লাওয়ার আর সামান্য হলুদ গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে কমলা রঙের আবির।

গোলাপি আবির - বিটের রস তৈরি করে ভাল করে ছেঁকে নিন। এক কাপ বিটের রস নিয়ে তাতে এক টেবিল চামচ গোলাপ জল দিন। মিশ্রণটির সঙ্গে কর্নফ্লাওয়ার বা চালের গুঁড়ো খুব ভাল করে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি রোদে শুকিয়ে নিন। এ বার হাত দিয়ে ভাল ভাবে গুঁড়ো করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে গোলাপি রং। খুব সূক্ষ্ম গুঁড়ো চাইলে মিশ্রণটি মিক্সিতেও ঘুরিয়ে নিতে পারেন। ব্যস তৈরি গোলাপি আবির।

গোলাপি আবির - বিটের রস তৈরি করে ভাল করে ছেঁকে নিন। এক কাপ বিটের রস নিয়ে তাতে এক টেবিল চামচ গোলাপ জল দিন। মিশ্রণটির সঙ্গে কর্নফ্লাওয়ার বা চালের গুঁড়ো খুব ভাল করে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি রোদে শুকিয়ে নিন। এ বার হাত দিয়ে ভাল ভাবে গুঁড়ো করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে গোলাপি রং। খুব সূক্ষ্ম গুঁড়ো চাইলে মিশ্রণটি মিক্সিতেও ঘুরিয়ে নিতে পারেন। ব্যস তৈরি গোলাপি আবির।

লাল আবির - জবা ফুলের পাপড়ি শুকনো করে তা দিয়ে তৈরি হতে পারে দোলের লাল রঙ। এই পাপড়ি নিয়ে তা ভালো করে বাড়িতে গুঁড়িয়ে নিতে হবে। এতে লাল চন্দনও মিশিয়ে নিতে পারেন। এছাড়াও এই গুঁড়োর মধ্যে চালগুঁড়ো মিশিয়ে নিতে পারেন। এছাড়াও লালের জল রঙ তৈরি করতে, লাল বেদানার খোসা ছাড়িয়ে ওই খোসা জলে ফুটিয়ে নিলেই তা হবে লাল রঙ।

লাল আবির - জবা ফুলের পাপড়ি শুকনো করে তা দিয়ে তৈরি হতে পারে দোলের লাল রঙ। এই পাপড়ি নিয়ে তা ভালো করে বাড়িতে গুঁড়িয়ে নিতে হবে। এতে লাল চন্দনও মিশিয়ে নিতে পারেন। এছাড়াও এই গুঁড়োর মধ্যে চালগুঁড়ো মিশিয়ে নিতে পারেন। এছাড়াও লালের জল রঙ তৈরি করতে, লাল বেদানার খোসা ছাড়িয়ে ওই খোসা জলে ফুটিয়ে নিলেই তা হবে লাল রঙ।

গরম পড়লেই 'ডাকাতরানি' সাজতে হবে না, যদি মেনে চলেন কিছু টিপস

মার্চ পড়তে না পড়তেই মাথার উপর চড়া রোদ। আর রোদের তেজে ত্বক ইতিমধ্যেই পুড়তে শুরু করে দিয়েছে। এই সময় অনেকেই কাপড়ে মুখ, নাক, গলা ঢেকে ফেলেন। আর বেরিয়ে থাকে চোখ। অনেকে রসিকতা করে বলেই ফেলেন, ঠিক যেন ডাকাতরানি!

মার্চ পড়তে না পড়তেই মাথার উপর চড়া রোদ। আর রোদের তেজে ত্বক ইতিমধ্যেই পুড়তে শুরু করে দিয়েছে। এই সময় অনেকেই কাপড়ে মুখ, নাক, গলা ঢেকে ফেলেন। আর বেরিয়ে থাকে চোখ। অনেকে রসিকতা করে বলেই ফেলেন, একেবারে যেন 'ডাকাতরানি'! কিন্তু এই মুখ ঢাকা দিলে রোদ, দূষণ থেকে না হয় বাঁচলেন, কিন্তু ভিতর ভিতর তো ঘেমে একেবারে কাহিল! তাহলে

উপায়? উপায় রয়েছে। যাতে ত্বকও পুড়বে না, ডাকাতরানি সাজতেও হবে না। রইল তারই হদিশ। ঘর থেকে বের হওয়ার আগেই প্রথম কয়েকটা জিনিস মেনে চলুন। স্নান করার জলে কয়েক ফোঁটা চন্দন মিশিয়ে দিন। এই জলে স্নান করুন। এতে আপনার ত্বকে আদ্রতা বজায় থাকবে। চাইলে গোলাপ জলও ব্যবহার করতে পারেন। ক্লিনজার বা ফেসওয়াস দিয়ে মুখ ভালো করে পরিষ্কার করে নিন। তারপর টোনার বা গোলাপ জল লাগান। এরপর মাখুন ময়েশ্চারাইজার। তারপর ঘরে থেকে বের হওয়ার অন্তত আধঘণ্টা আগে সানস্ক্রিন মাখুন। এতে সানস্ক্রিন ভালো কাজ করবে। সানস্ক্রিন মাখার পর যদি আপনি কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নেন, তাহলে ঘাম হবে, যা কিনা আরও ক্ষতি করবে ত্বকের। প্রয়োজনে স্প্রে সানস্ক্রিন সঙ্গে রাখুন। কিছুক্ষণ পর পর স্প্রে করুন।

একগ্লাস জলের সঙ্গে একটি পাতিলেবুও মিশিয়ে রোজ খান। এতে ভিতর থেকে শরীরকে আদ্রতা দেবে। আর রোদে ত্বক পুড়বে কম। ফুলহাতা সুতির পোশাক পরুন। এতে গায়ে রোদও কম লাগবে। গরমও লাগবে কম। ছাতা ব্যবহার করুন। মাথায় রাখবেন, কালো রঙের ছাতাই রোদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো। বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে একটু বিশ্রাম নিন। তারপর ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে নিন। একটু দইয়ের সঙ্গে বেসন মিশিয়ে রোজ মুখে, হাতে-পায়ে লাগান। দেখবেন এই গরমেও ত্বক থাকবে ঝকঝকে।

বাড়িতে সহজেই বানিয়ে ফেলুন চিকেন মাঞ্চুরিয়ান

সাধারণত আমরা চিকেন মাঞ্চুরিয়ান পদটি রেস্তরাঁয় গিয়েই খেয়ে থাকি। দেখে মনে হয়, এই পদটি রান্না করতে বেশ অনেকটা সময় লাগে। রান্নাটা কঠিনও। তবে জানেন কি, চিকেনের এই পদ রান্না করা খুব সহজ। লাগে কম সময়ও। সাধারণত আমরা চিকেন মাঞ্চুরিয়ান পদটি রেস্তরাঁয় গিয়েই খেয়ে থাকি। দেখে মনে হয়, এই পদটি রান্না করতে বেশ অনেকটা সময় লাগে। রান্নাটা কঠিনও। তবে জানেন কি, চিকেনের এই পদ রান্না করা খুব সহজ। লাগে কম সময়ও। যা যা লাগবে- মুরগি ৫০০ গ্রাম, রসুনকোয়া ৭-৮টি, আদাকুচি ২ চামচ, কাঁচালঙ্কা ৪টি (কুচোনো), পেঁয়াজ ২টি, সয়া সস ২-৩ টেবিল চামচ, আজিনোমোতো আধ চামচ (নাও দিতে পারেন), টম্যাটো রস আধকাপ, কর্নফ্লাওয়ার ২ চামচ, তেল আন্দাজমতো, মুরগির স্টক বা জল আধকাপ, নুন আন্দাজমতো। রান্না করুন এইভাবেই মুরগি ছোটো ছোটো টুকরো করে কাটুন, একটা আলাদা জায়গায় আদা, লঙ্কা, রসুন একসঙ্গে বেটে রাখুন। পেঁয়াজ কুচিয়ে নিন। মাংসে নুন, আজিনোমোতো, ২ চামচ তেল, কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, সয়া সস আর অর্ধেক বাটা মশলা মাখিয়ে আধঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। তেল গরম করে তাতে তিন-চারটে করে মাংসের টুকরো ভেজে বাকি বাটামশলা দিন। ভাজা ভাজা হলে টম্যাটোর রস, বাকি সয়া সস ও স্টক বা জল ঢালুন।

অফিসে কাজের ফাঁকেই রোজ ছেঁকে ধরে ঘুম?

অফিসে কাজের ফাঁকেই কি মাঝে মাঝে ঘুম পায়? বিশেষ করে বিকেল হলেই ঘুমে জড়িয়ে আসে চোখ? এদিকে আপনার ঘুম চোখ দেখে চটে যাচ্ছেন বস। এমন পরিস্থিতিতে ঘুম তাড়ানো খুবই প্রয়োজন। নাহলে আখেড়ে বিপদে পড়তে হবে আপনাকেই। কী ভাবে অসময়ের ঘুমের হাত থেকে নিস্তার পাবেন? এই প্রতিবেদনে রইল টিপস।

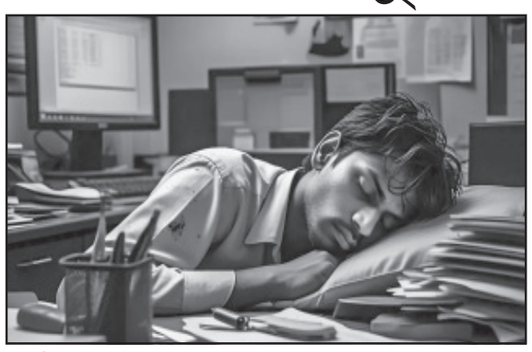

১। পাওয়ার ন্যাপ — অসময়ে যদি ঘুমে ঢুলে আসে আপনার চোখ তাহলে মনকে সতেজ করাটা প্রয়োজন। পারলে ১০-২০ মিনিটের পাওয়ার ন্যাপ নিয়ে নিতে পারেন। এটি আপনার মনকে সতেজ করতে সাহায্য করতে পারে। শক্তি এবং একাগ্রতা বৃদ্ধি করে। যা আপনাকে দিনের বাকি সময় আরও উদ্যমী করে তোলে। ২। দুপুরে হালকা খাবার খান --- ভারী খাবার খেলে শক্তির অভাব হতে পারে। বিশেষ করে পেট ভর্তি করে খাবার খেলে ক্লান্ত লাগে। ঘুম পায়। পরিবর্তে, শরীরে শক্তির মাত্রা স্থিতিশীল রাখতে প্রোটিন, গোটা শস্য এবং শাকসবজি সমৃদ্ধ হালকা খাবার খান। অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট এবং ভারী খাবার এড়িয়ে চলা ভাল।

৩। হাইড্রেটেড থাকুন --- জলশূন্যতার কারণে ক্লান্তি এবং অলসতা দেখা দিতে পারে। ডেস্কে সব সময় জলের বোতল রাখুন। ঘুম পেলে টুক টুক করে জল পান করতে থাকুন। শরীরে জলের অভাব আপনার মেজাজ এবং মনোযোগের উপরও প্রভাব ফেলতে পারে। যা ক্লান্তির কারণ হতে পারে। ৪। কফি খেতে পারেন --- শরীরে এনার্জিকে তৎক্ষণাৎ বুস্ট করতে ক্যাফেইন বেশ উপকারী। হঠাৎ ঘুমে চোখ বুজে এলে কড়া করে এক কাপ কফি খেতে পারেন। সঙ্গে একটু ঘুরে ফিরে নিলে ভাল। এতে ঘুম কেটে যেতে পারে।

৫। খাওয়ার পরপরই বসে থাকবেন না — দিনের শেষের দিকে কফি বা এনার্জি ড্রিংকস পান করা এড়িয়ে চলুন। এতে রাতে আপনার ঘুমের চক্র ব্যাহত হতে পারে। ঘোরাফেরা করা দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকার ফলে আপনি ক্লান্ত এবং অলস বোধ করতে পারেন। শারীরিক কার্যকলাপ রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে, আপনাকে উজ্জীবিত রাখে। প্রয়োজনে গান শুনতে শুনতে কাজ করতে পারেন। এতে এনার্জি পেতে পারেন।

বসন্ত এসে গেছে

রতনদাস

একপা দুপা করে গুটি
গুটি পায়ে এগিয়ে,
প্রকৃতির কোলে
এসেছে, ঋতুরাজ বসন্ত,
গাছগাছালি, পাতা শুন্য
হচ্ছে দিন দিন
মনে হচ্ছে ইহাই
যেন, যৌবনের শেষ প্রান্তঃ।

পাতা শুন্য ঐ পলাশের
ডাল, তবু ভালো লাগে
ভালো লাগে, লাল,রাঙা
পলাশের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল,
ভালোলাগে, পাখিদের
কোলাহলের কিচ কিচ শব্দ
কোকিলের মিষ্টিস্বর,
জীবন পথের দুস্টু মিষ্টি ভুল।

এসময়, আকাশ লাল নীল
হাজার রঙে পূর্ণতা পায়
মনে হয়,তারারাও
নিচ্ছে হোলির স্বাদ,
ভুপৃষ্ঠে যে মন চলে,
রঙের প্রীতিবন্ধন
স্বর্গ মর্ত পাতালেরও,
যায়নি কেউ বাদ ,

হোলি চলে সপ্তদিনব্যাপী,
গভীর উল্লাসে
রাস্তাঘাটেও ভীড়,
বদনে মাখানো বসন্তের চিহ্ন,
কারো হাতে রঙ,
মিষ্টি লাড্ডু নানা কিছু
পরিধেয় বস্ত্র হোক
সাদা সবুজ ভালো কিংবা জীর্ণ।

সকলেই রঙিন,
বসন্তেব নূতন রঙে
বাচ্চারাও ছোটাছুটি করে,
হাতে সরু লম্বা পিচকারী,
মেতে উঠেছে খেলিতে রঙের
খেলা, এই শুভযাত্রায়
পেছনে মেয়েরা মায়েরাও
উল্লাসিত, চড়তে বসন্তের গাড়ি।

এইসময়,বাতাসে
মেশানো থাকে সুখ
গতিতে চলে শীতল
উষ্ণবায়ুর বিনিময়,
কেউ কেউ যুক্ত হয় আমাদের
এই সংকীর্ণ জীবনে
আর কেউ কেউ হারিয়ে
হারিয়ে হয়ে যায় ক্ষয়।

চলে পুরোনোর শেষ নিঃশাস ,
আর, অজানা এক নুতনের শুরু,
বেলা কাটে এক নূতন মুগ্ধতায়
যদিও এজীবন আবারও
হারালো, এক বছর পুরো।

পরপর তিনদিন স্মার্টফোন ব্যবহার না করলে আপনার শরীরে কী কী প্রতিক্রিয়া হবে

কখনও ভেবেছেন, একটানা তিনদিন যদি আপনার সাধের স্মার্টফোনটি ব্যবহার না করেন তাহলে কী হতে পারে? আজকের দিনে অসম্ভব মনে হলেও সম্প্রতি এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে চমকে দেওয়ার মতো তথ্য। লাগাতার তিনদিন স্মার্টফোন ব্যবহার না করলে আপনার মস্তিষ্কে অবিশ্বাস্য গতিতে সব কাজ করবে। কম্পিউটার যেমন রিস্টার্ট করলে আগের চেয়ে ভাল কাজ করে, তেমনই মস্তিষ্কও নিজেকে তিনদিনে রিবুট করে নেবে।

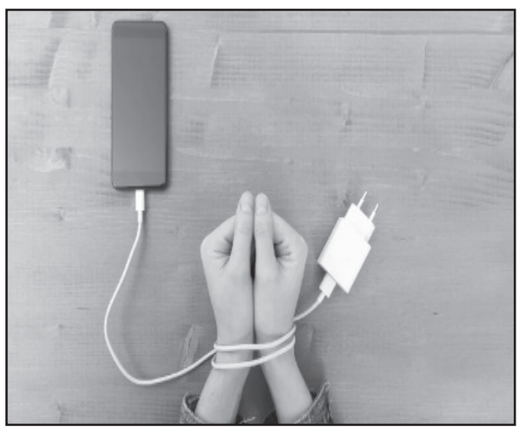

আজকের দিনে স্মার্টফোন নির্ভর জীবনে যন্ত্রটিকে বাদ দিয়ে কিছু ভাবা অসম্ভব। ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে চোখ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত আমাদের হাতে থাকে মুঠোফোনটি। কখনও হাতের চেয়ে বেশি দূরে আমরা রাখি না তাকে। এমনকী অনেকে চাইলেও ফোন সরিয়ে রেখে বেশিক্ষণ বা বেশ দূরে রাখতে পারেন না। কারণ, ধূমপানের নেশার মতোই স্মার্টফোনের প্রতি আসক্তিও একধরণের নেশা বা অভ্যাস। কিন্তু সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা ইঙ্গিত দিচ্ছে, তিনদিন যদি ফোনের থেকে দূরে থাকতে পারেন, তাহলে মস্তিষ্ক নিজেকে সেইমতোই রিবুট করে নেবে ও নিজে থেকেই আপনার আসক্তি বা নির্ভরতাকে অনেকটা কমিয়ে দেবে। মানুষের মস্তিষ্কে কম্পিউটার ও স্মার্টফোনের প্রভাব সংক্রান্ত এক সমীক্ষা জানাচ্ছে, মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও অন্দরের রসায়নকে প্রভাবিত করে স্মার্টফোনে অতিরিক্ত আসক্তি। এই সমীক্ষায় একদল প্রাপ্তবয়স্কদের খুব জরুরি ভিত্তি ছাড়া ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত স্মার্টফোন ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে ও জরুরি ভিত্তিতে দু একটা ফোন ছাড়া তাঁদের হাতের কাছ থেকে ফোন সরিয়ে রাখা হয়েছিল। অনেকটা জেলবন্দি কয়েদিদের মতো। দেখা গেছে, স্মার্টফোন ব্যবহার করতে না দিলে ব্যবহারকারীরা যেমন আচরণ করছেন, সেটা নেশাগ্রস্তরা ধূমপান বা মদ্যপান না করতে পারলে যে আচরণ করেন, অনেকটা তারই মতো। ১৮-৩০ বছর বয়সী ২৫ জনকে ৭২ ঘণ্টা ফোন ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি। এই সমীক্ষায় যাঁরা অংশ নেন, তাঁদের অনেকেরই গেমিং-এর অভ্যাস রয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, মস্তিষ্কের যে যে রাসায়নিক আমাদের খাদ্যভ্যাস, মেজাজ, আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই ডোপামিন বা সেরোটোনিনের ক্ষরণের তারতম্য ধরা পড়ছে। ব্যবহারকারীদের মেজাজ অকারণেই উত্তেজিত হয়ে উঠছে, কারও খুব বেশি খিদে পাচ্ছে, কেউ একেবারে চুপ করে যাচ্ছেন। সমীক্ষকরা বলছেন, এ থেকে স্পষ্ট যে অতিরিক্ত স্মার্টফোনের প্রতি আসক্তি আমাদের দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনযাপনকে প্রভাবিত করতে পারে। অথচ মাত্র তিনদিন এই ফোন ব্যবহার না করলেই মস্তিষ্ক নিজে থেকেই আবার স্বাভাবিক কাজ করতে পারছে। যাকে বলে ব্রেন নিজেকে রিবুট করে নিচ্ছে।

ছুটির দিনে দুপুরের পাতে রুই কোর্মা

রোজ রোজ তো জিরে বাটা দিয়ে রুই মাছে ঝোল করেন কিংবা কালিয়া। এবার না হয় ট্রাই করুন রুই মাছের কোর্মা। ছুটির দিনে স্বাদ বদলাতে কিন্তু দারুণ কাজ করবে এই পদ। আর রান্না করতে সময়ও লাগবে মাত্র ১০ মিনিট।

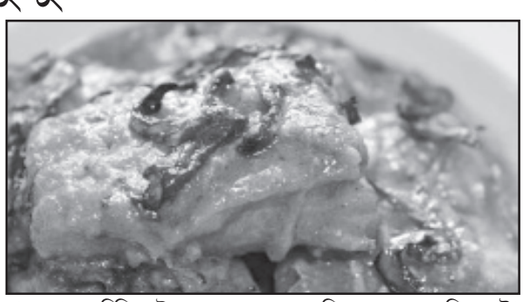

যা যা লাগবে— বড়ো মাছ ১২ টুকরো, পেঁয়াজকুচি ২ কাপ, পেঁয়াজ বেরেস্তা কাপ ২, পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ, কাপ, আদাবাটা ১ চা চামচ, রসুনবাটা ২ চা চামচ, জিরেবাটা ১ চা চামচ, পোস্তদানা বাটা ১ চা চামচ, সাদা গোলমরিচ গুঁড়ো ২ চা চামচ, কিশমিশবাটা ১ টেবিল চামচ, ঘন দুধ কাপ, দারচিনি ২ টুকরা, এলাচ ২টি, লবঙ্গ ৪টি, তেজপাতা ১টি, কাঁচালঙ্কা ৭-৮টি, নুন পরিমাণমতো, চিনি ২ চা চামচ, কেওড়াজলং চা চামচ, তেল ৩-৪ কাপ, ঘি ২ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়ো চা চামচ, জাফরান রং এভাবে তৈরি করুন— মাছ ধুয়ে জল ঝরিয়ে হলুদ, নুন মাখিয়ে ফ্রাইং প্যানে অল্প তেল গরম করে সামান্য। ভেজে নিন। তেল গরম করে পেঁয়াজ ভেজে সমস্ত বাটামশলা, গুঁড়োমশলা, গরমমশলা, নুন, দই দিয়ে কষিয়ে জল দিন। জল ফুটে উঠলে মাছ দিয়ে ঢেকে দিন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় আইসিএ দপ্তরের উদ্যোগে এক দিবসীয় কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়।

সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কার থেকে কেন বাদ গেল বাংলা, প্রশ্ন যাচ্ছে 'তথ্যের অধিকার' আইনে

কলকাতা, ১৩ মার্চ (হি.স.): ৫২ বছরে প্রথম বার এমন হল। বাংলার কোনও সাহিত্যিকের সৃষ্টি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পাচ্ছে না এ বছর। এবার তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই) আইনে সাহিত্য অকাদেমির কাছে একাধিক প্রশ্ন পাঠালেন অকাদেমিরই সাধারণ পরিষদের (জেনারেল কাউন্সিল) প্রাক্তন সদস্য অনাদিরঞ্জন বিশ্বাস। অনাদিবাবু আন্দামানের একটি সংবাদপত্র সম্পাদনা করেন। সেই পরিচয়েই আরটিআই করেছেন তিনি। অকাদেমি কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি জানতে চেয়েছেন, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারের জন্য বাংলা ভাষার কোন কোন বইয়ের তালিকা জমা পড়েছিল? পুরস্কার ঘোষণা না-করার কারণ হিসাবে কী তথ্য রয়েছে অকাদেমি কর্তৃপক্ষের কাছে, তা-ও জানতে চেয়েছেন তিনি।২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাহিত্য অকাদেমির (দিল্লি) জেনারেল কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন অনাদিবাবু। বাংলার যে পর্ষদ রয়েছে, তারও সদস্য ছিলেন তিনি। কিন্তু ২০২২ সালের ১০ মে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলা আকাদেমি পুরস্কার দেওয়ার প্রতিবাদে তিনি সেই বোর্ড থেকে পদত্যাগ করেন। যদিও মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত দিল্লির জেনারেল কাউন্সিল সদস্য ছিলেন তিনি।

অনাদিবাবুর কথায়, "যে বাংলা ভাষা গত বছর ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেল, সেই ভাষা থেকে কেউ সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেলেন না কেন? কী এমন ঘটল? সেটাই আমি জানতে চেয়েছি।" সাম্প্রতিক কিছু উদাহরণ দিয়ে তিনি সাহিত্যে 'সিন্ডিকেট'-এর অভিযোগ তুলছেন।

সাহিত্য অকাদেমির তরফে যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এ বার মোট ২৩টি ভাষার সাহিত্যিককে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তাতে নেই বাংলার কোনও সাহিত্যসৃষ্টি। এ নিয়ে নানা কারণ শোনা যাচ্ছে সাহিত্যমহলে। কেউ বলছেন, এক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে পুরস্কার দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল একটি মহল থেকে। কিন্তু দিল্লি তাতে সায় দেয়নি। আবার অনেকের বক্তব্য, বাংলা ভাষার প্রতি 'অমর্যাদা' করার জন্যই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

আরও একটি মত রয়েছে। রাজ্যের যে বোর্ড রয়েছে তার এক সদস্যের কথায়, "সাহিত্য অকাদেমির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় জুরি বোর্ড। সেখানে এক জন শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ান। তাই স্থগিত করতে হয়।" কিন্তু আসলে কী হয়েছে, কোন কোন বই পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিত হয়েছিল, সেগুলিই আরটিআইয়ের মাধ্যমে জানতে চেয়েছেন আন্দামানের অনাদিবাবু।

ইসরো-র মুকুটে নতুন পালক, স্পেডেক্স-এর 'আনডকিং' সফল

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ (হি.স.): ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র মুকুটে নতুন পালকের সংযোজন। বৃহস্পতিবার ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, স্পেডেক্স মিশনের জন্য দুই কৃত্রিম উপগ্রহের আনডকিং সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অত্যন্ত কঠিন এই পরীক্ষায় ইসরোর বিরাট সাফল্য পেল। এ জন্য ইসরোকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং।

বৃহস্পতিবার ইসরো-র তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, স্পেডেক্স-এর 'আনডকিং' সফলভাবে হয়েছে। মিশনের সাফল্যের পর ইসরোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোটা প্রক্রিয়ায় প্রথমে কৃত্রিম উপগ্রহ 'এসডিএক্স-২'কে বর্ধিত করা হয়েছিল। তার পর পরিকল্পনামাফিক 'ক্যাপচার লিভার-৩' খুলে দেওয়া হয়। 'এসডিএক্স-২'র ক্যাপচার লিভারটিও বিচ্ছিন্ন করা হয়। শেষমেশ পৃথক হয়ে যায় 'এসডিএক্স-১' এবং 'এসডিএক্স-২'।

২০২৫ সালের সিনিয়র মহিলা জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়নশিপ জিতলো ঝাড়খণ্ড

পঞ্চকুলা, ১৩ মার্চ (হি.স.) : বুধবার রাতে পঞ্চকুলায় ১৫-তম হকি ইন্ডিয়া সিনিয়র মহিলা জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫- এর ফাইনালে ঝাড়খণ্ড ৪-৩ শুটআউটে জয়ের মাধ্যমে হরিয়ানাকে পরাজিত করেছে। চ্যাম্পিয়নদের হয়ে প্রমোদনী লাকরা ৪৪ মিনিটে একটি গোল করেন এবং হরিয়ানার হয়ে অধিনায়ক রানী রামপাল ৪২ মিনিটে গোল করেন। চার কোয়ার্টার শেষে দুই দলের খেলা ১-১ সমতায় ছিল।শুটআউটে রজনী কেরকেত্তা, নিরালি কুজুর, বিনিমা ধন এবং ক্যাপ্টেন আলেবলা রানি টপ্পো গোল করেন। শুটআউটে হরিয়ানার হয়ে পিঙ্কি, আন্নু এবং মনীষা গোল করেন, কিন্তু ঝাড়খণ্ডের গোলরক্ষক অঞ্জলি ভিঞ্জিয়া দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে জয় নিশ্চিত করেন। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে, মিজোরাম মহারাষ্ট্রকে ২-১ গোলে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক জিতে নেয়।

মণিপুরের রাজ্যপাল সকাশে বিধায়কের দল, দিলেন চলমান সংকট নিরসনে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি

ইমফল, ১৩ মার্চ (হি.স.) : মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লার সঙ্গে দেখা করেছেন রাজ্যের ছয়জন বিধায়ক। রাজ্যে চলমান সংকট নিরসনে তাঁরা সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রাজ্যজুড়ে নাগরিকদের চলমান চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে আলোচনা করতে আজ বৃহস্তপতিবার সকালে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লার সঙ্গে বিধানসভার ছয় সদস্য যথাক্রমে আওয়াংবো নিউমাই, খাশিম ভাসুম, লোসি ডিখো, লেইশিও কেশিং, জে কুমো শা এবং জাংহেমলুং পানমেই দেখা করেছেন।

রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক শেষে বাইরে এসে বিধায়করা বলেন, রাজ্যে শান্তি পুনরুদ্ধার করতে সরকারের প্রচেষ্টার প্রতি সহযোগিতা করবেন বলে তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লার নেতৃত্বে মণিপুরে 'শান্তি ও স্বাচ্ছ্য' ফিরে আসবে।'

আজই পৃথকভাবে চূড়াচাঁদপুর মেইতেই ইউনাইটেড কমিটির প্রতিনিধিরা চূড়াচাঁদপুর জেলার অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের (ইন্টারন্যালি ডিসপ্লেসড পারসনস, সংক্ষেপে আইডিপি) সমস্যার কথা তুলে ধরে একটি স্মারকলিপি রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লার হাতে তুলে দিয়েছেন।

সহ-আহ্বায়ক নাবা নিংথৌজামের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি ত্রাণ শিবিরে আশ্রিতদের কল্যাণ তথা স্বস্তি সংক্রান্ত উদ্বেগ দূর করার জন্য অবিলম্বে রাজ্যপালকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ জানিয়েছে।

রাজ্যাপাল অজয় কুমার ভাল্লা কমিটিকে আশ্বস্ত করেছেন, তাঁদের উদ্বেগের সমাধান করা হবে। তবে কীভাবে উদ্ভূত উদ্বেগ দূর করবেন রাজ্যপাল সে সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলেননি।

অপরাধীকে ধরতে গিয়ে বিহারে খুন এএসআই, ৩-৪ জন পাকড়াও

আরারিয়া, ১৩ মার্চ (হি.স.): অপরাধীকে ধরতে গিয়ে বিহারে খুন হলেন এক এএসআই। নিহত এএসআই-এর নাম রাজীব রঞ্জন। পুলিশ জানিয়েছে, এক অপরাধীকে গ্রেফতার করতে গিয়ে এএসআই রাজীব রঞ্জন মারা গিয়েছেন। ওই এএসআই-কে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। বুধবার রাতে কুখ্যাত এক অপরাধীকে গ্রেফতার করতে গিয়েছিলেন ওই পুলিশ আধিকারিক। সেই সময় কয়েকজন তাকে ঘিরে ফেলে, এই সময় পুলিশ আধিকারিককে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। যাতে এএসআই-এর মৃত্যু হয়।

বৃহস্পতিবার সকালে ডিএসপি ফোর্বসগঞ্জ মুকেশ কুমার সাহা বলেছেন, 'আমরা খবর পাই, অপরাধী আনমোল যাদব একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে। পুলিশ সেখানে গিয়ে তাকে গ্রেফতার করে, কিন্তু স্থানীয় গ্রামবাসীরা পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে এবং তারা আনমোল যাদবকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। ধস্তাধস্তির সময় এএসআই বিজয় কুমার পড়ে যান এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

৩-৪ জনকে আটক করা হয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।' আরারিয়ার এসপি অঞ্জনি কুমার জানিয়েছেন, অপরাধীদের চিহ্নিত করা হয়েছে। কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, অন্যদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে।

ভারত-পাক সীমান্তে রঙের উৎসব, হোলি উদযাপন বিএসএফ জওয়ানদের

জয়সলমের, ১৩ মার্চ (হি.স.): রাজস্থানের জয়সলমেরে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে রঙের উৎসবে মেতে উঠলেন বিএসএফ কর্মীরা। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে মোতায়েন বিএসএফ সদস্যরা শুক্রবার হোলি উৎসবের আগেই বৃহস্পতিবার রঙের উৎসবে শামিল হন। একে-ওপরের মুখে আবির মাখিয়ে দেন। পাশাপাশি নাচ-গানও করেন বিএসএফ জওয়ানরা।

ডিআইজি বিএসএফ সেক্টর নর্থ যোগেন্দ্র সিং রাঠোর বলেছেন, 'হোলি উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সীমান্ত রক্ষা করা আমাদের প্রথম দায়িত্ব, আমাদের সৈন্যরা উৎসবের সময়ও পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের কর্তব্য পালনে কোনও দ্বিধা করে না।'

মহিলা বিএসএফ জওয়ান সঞ্জু বলেন, 'সকলকে হোলির শুভেচ্ছা, আমি সবাইকে বলতে চাই উৎসাহের সঙ্গে হোলি উদযাপন করুন এবং শান্তিতে ঘুমান, কারণ আমরা সীমান্তে মোতায়েন আছি এবং দেশকে পাহারা দিচ্ছি... বিএসএফও একটি পরিবার।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সত্ত্বেও, আমরা একসঙ্গে পরিবারের মতো উদযাপন করি।

সদর দফতর থেকে "গুলাল" এবং মিষ্টি পাঠানো হয়েছিল, আমরা এখানে প্রতিটি উৎসব উৎসাহ এবং আনন্দের সঙ্গে উদযাপন করি।'

ঝাড়খণ্ডে তাপপ্রবাহের সতর্কতা ওড়িশাতেও বাড়বে গরম

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের কয়েকটি জেলায় আগামী ১৪-১৬ মার্চ তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। এছাড়াও ১৩-১৬ মার্চ ওড়িশাতেও তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ৪টি জেলায় (বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর) আগামী ১৬ মার্চ (রবিবার) তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

দিল্লিতে একটি রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে আগুন, অগ্নিদগ্ধ ৬ জন

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার আগুন লাগল দিল্লির কনৌট প্লেসের একটি রেস্তোরাঁয়। রেস্তোরাঁয় অগ্নিকাণ্ডে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন ৬ জন। বৃহস্পতিবার ওই রেস্তোরাঁয় আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ৬টি ইঞ্জিন।

দমকল জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর ১১.৫৫ মিনিট নাগাদ কনৌট প্লেস মার্কেটের পি ব্লকে বিক্কগানে বিরিয়ানি রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে আগুন লাগে। এলপিজি সিলিন্ডারে লিকেজ থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে ৬ জন আহত হয়েছেন এবং তাঁদের আরএমএল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ফ্যাক্টরিতে অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক, চাঞ্চল্য ছড়ালো পঞ্জাবের জলন্ধরে

জলন্ধর, ১৩ মার্চ (হি.স.): ফ্যাক্টরিতে অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক করে চাঞ্চল্য ছড়ালো পঞ্জাবের জলন্ধরে। বৃহস্পতিবার জলন্ধরের মাকসুদান থানার অন্তর্গত একটি আবাসিক এলাকার কারখানায় অ্যামোনিয়া গ্যাস লিকেজের ঘটনা ঘটে। দূষণ বোর্ডের এসডিএম মনবিন্দর সিং হুন্ডাল বলেছেন, 'আমরা আগেও এই কারখানা থেকে বায়ু ও জল দূষণের খবর পেয়েছি। আমরা জানতে পেরেছি, এখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় গ্যাস লিকেজ হয়েছে। কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।' শ্রম বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর-ফ্যাক্টরিজ বলেন, 'এখানে অ্যামোনিয়া গ্যাস লিকেজ হয়েছে। কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ২-৩ ঘন্টার মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হবে।' যাইহোক, এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতে এখন বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘতম সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ (হি.স.): ভারতে এখন বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘতম সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে, পাশাপাশি ভারতে রয়েছে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্ক। বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার গুজরাটের গান্ধীনগরে নিজের লোকসভা কেন্দ্রে ১৪৬ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রকল্পগুলি রেলপথ, সড়কপথ এবং স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত।

অমিত শাহ ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, বিশেষ করে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন। অমিত শাহ বলেন, ভারত এখন বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘতম সড়ক নেটওয়ার্ক এবং তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্কের অধিকারী।

বিবিধ কৃষি কৌশলের প্রবর্তন ও উন্নতিসাধন করা অপরিহার্য ঃ রাজ্যপাল

আগরতলা, ১৩ মার্চ : রাজ্যে জীবিকা এবং পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাষাবাদ ও শস্যের উন্নতি - বিষয়ে আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে তিন দিনের কর্মশালা শুরু হয়েছে। ভারতীয় কৃষি গবেষনা পর্ষদ (আইসিএআর) আয়োজিত এই কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল শ্রী ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর শুভেচ্ছা বার্তা পড়ে শোনানো হয়। রাজ্যপাল এই কর্মশালার সাফল্য কামনা করে বলেন, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ত্রিপুরায় বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদনের উপযোগী বৈচিত্র্যময় কৃষি-জলবায়ু পরিবেশ রয়েছে, যা অত্যন্ত গর্ব করার মতো। রাজ্যপাল আরও বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য শস্যের বৈচিত্রকরন, এবং বিবিধ কৃষি কৌশলের প্রবর্তন ও উন্নতিসাধন করা অপরিহার্য।

রাজ্যপাল বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রকৃতির জমিতে উপযুক্ত ফসলের চাষাবাদ ও প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় কৃষি সংস্থা আইসিএআর নিরলস কাজ করে চলেছে। ফসলের উন্নতির জন্য কৌশলগত পদ্ধতি তৈরি করাও এসআর আই পদ্ধতিতে ধানের উৎপাদন বাড়ানোর ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এস আর আই পদ্ধতি গ্রহণ করলে জমিতে জলের ব্যবহার ৫০ শতাংশ হ্রাস পায়। রাজ্যেপাল জৈব চাষের প্রসার ঘটাতেও আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে আইসিএআর ত্রিপুরা শাখার প্রধান বি ইউ চৌধুরী জানান, রাজ্যের কৃষির উন্নতির জন্য গোমতী, চিকেন ধানের মতো ২২ থেকে ২৩ ধরনের ধান আইসিএআর থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে। কৃষকরা এই সব প্রজাতির বীজ ব্যবহার করায় রাজ্যে ধানের উৎপাদন দুই থেকে তিন গুন বেড়েছে। চাষিদের এইসব ধানের চাষ নিয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষন দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান। তিনি জানান, কৃষি, উদ্যান ফসল, মৎস্য ও প্রাণিপালন সহ সকল সহযোগী ক্ষেত্র নিয়ে কৃষি উৎপাদন, কৃষক কল্যাণ ও কৃষকদের উপার্জন বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে আইসিএআর।

তিনি আরও জানান, আজ থেকে শুরু হওয়া তিনদিনের কর্মশালায় ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি রোজগার বাড়ানোর জন্য চাষাবাদের নানান পরিকল্পনা ও উপায় নিয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কৃষকরা এই তিনদিনে আইসিএআর এর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করবেন। এদিন কর্মশালায় আলোচনা করেন রাজ্য প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার, আইসিএআরের কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ বিনয় সিং প্রমুখ। কর্মশালায় ২০০-র অধিক কৃষক অংশগ্রহণ করেছেন।

দোল পূর্ণিমায় হাওড়া-শিয়ালদহ ডিভিশনে বাতিল শতাধিক ট্রেন

কলকাতা, ১৩ মার্চ (হি.স.): শুক্রবার দোল উৎসবে হাওড়া-শিয়ালদহ ডিভিশনে বাতিল থাকবে বহু ট্রেন! বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে একথা জানিয়েছে পূর্ব রেল। বৃহস্পতিবার রেলসূত্রে জানা গিয়েছে, দুই ডিভিশনে প্রায় সারাদিন শতাধিক ট্রেন বাতিল থাকবে। দোল উৎসবে জাতীয় ছুটি থাকায় যাত্রীদের চাপ কম থাকবে ঠিকই, কিন্তু যাঁরা জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা ভোগান্তির শিকার হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, শিয়ালদহ ডিভিশনে দক্ষিণ শাখা ও মেইন লাইনে প্রচুর ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। বিশেষ করে সকাল বেলার দিকে একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। শিয়ালদহ-বর্ধমান শাখায় এক জোড়া ট্রেন বাতিল হয়েছে। শিয়ালদহ-রানাঘাট শাখায় মোট ৮টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

একইভাবে রানাঘাট-গেদে শাখায় ৪ জোড়া ট্রেন যাত্রা শুরু করবে না।

শিয়ালদহ-গেদে শাখায় তিনটি ট্রেন বাতিল থাকছে। রানাঘাট-কৃষ্ণনগর ভায়া শান্তিপুর রুটে আপ-ডাউন মিলিয়ে দুটি ট্রেন বাতিল। রানাঘাট-নৈহাটি রুটে একজোড়া বাতিল করা হয়েছে। রানাঘাট -শান্তিপুর রুটে আপ-ডাউন মিলিয়ে মোট পাঁচটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। শিয়ালদহ থেকে শান্তিপুর যাওয়ার আটটি ট্রেন চলবে না।

এছাড়াও রানাঘাট বনগাঁ, শিয়ালদহ-বারাকপুর, বিধাননগর-বারাকপুর, বিধাননগর-নৈহাটি, শিয়ালদহ-নৈহাটি, বারাসত-বনগাঁ, শিয়ালদহ-বনগাঁ, শিয়ালদহ-হাবড়া, শিয়ালদহ-হাসনাবাদ, ডানকুনি, রুটে একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। দক্ষিণ শাখাতেও বাতিল করা হয়েছে বহু লোকাল। শিয়ালদহ থেকে বারুইপাড়া, ডায়মন্ড হারবার, বিবাদী-বাগ, সোনাপুর, ক্যানিং, মাঝেরহাট, লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল বাতিল করা হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১০০টিরও বেশি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

এলপিজি সিলিন্ডার ইস্যুতে এএপি-র বিক্ষোভ, পাল্টা তোপ বীরেন্দ্রর

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ (হি.স.): এলপিজি সিলিন্ডার ইস্যুতে বৃহস্পতিবার দিল্লিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল আম আদমি পার্টি। হোলিতে বিনামূল্যে এলপিজি সিলিন্ডারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় এদিন সকালে দিল্লির আইটিও-তে এএপি-র নেতা ও কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এএপি বিধায়ক কুলদীপ কুমার বলেন, 'মোদীজি এবং নাড্ডাজি গ্যারান্টি দিয়েছিলেন, হোলিতে দিল্লির মহিলারা বিনামূল্যে সিলিন্ডার পাবেন। আমরা এখানে জনগণকে বলতে এসেছি যে, বিজেপি একটি "জুমলা" দল। দিল্লির মানুষ বিনামূল্যে সিলিন্ডারও পায়নি, ২৫০০ টাকাও পায়নি। দিল্লির মানুষ বিনামূল্যে সিলিন্ডার না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে।'

পাল্টা এএপিক-র সমালোচনা করেছেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা। তিনি বলেছেন, 'অতিশী এবং এএপি মিথ্যা, অহংকার ও সংঘর্ষের রাজনীতি করে। তাঁরা সবসময় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিত। আগে, তাঁরা মহিলাদের ২৫০০ টাকা দেওয়ার আমাদের প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত। এখন, তাঁরা সিলিন্ডার নিয়ে চিন্তিত। আমি তাদের বলতে চাই, বিজেপি সংকল্প পত্রে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা পূরণ করবেই।

তাদের কেবল কিছু বাজেটের নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে এবং শীঘ্রই কংগ্রেসের চেয়েও খারাপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে এএপি।'

আইফার নামে জনগণের অর্থ খরচ করা হয়েছে : টিকারাম জুললি

জয়পুর, ১৩ মার্চ (হি.স.): রাজস্থানে আইফা আয়োজনের তীব্র সমালোচনা করলেন কংগ্রেস বিধায়ক তথা রাজস্থান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা টিকারাম জুললি। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, আইফার নামে জনগণের ১০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। টিকারাম আরও বলেছেন, 'আপনি যদি হোর্ডিংগুলো দেখে থাকেন, তাহলে এটা কেবল আইফার প্রচার ছিল, রাজস্থানের নয়। এখানে কি কোন বড় অভিনেতা এসেছিলেন? যারা অভিনেতারা এসেছিলেন তারা কি কোনও পর্যটনস্থলে গিয়েছিলেন? এতে কি রাজস্থানের লাভ হবে?'

টিকারাম আরও বলেছেন, 'একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র অনুসারে, জনসাধারণের টাকা খরচ করা হয়েছে। আমি রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করছি, আইফার জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে তা জনসাধারণকে জানাতে। এটা কি রাজস্থানের জন্য কোনও লাভজনক ছিল, নাকি শুধুমাত্র কিছু লোকের জন্য গান এবং নাচ দেখার জন্য ছিল?'

মধ্যপ্রদেশে দু"টি গাড়িতে ধাক্কা গ্যাস ট্যাঙ্কারের; মৃত ৭, আহত ৩ জন

ধার, ১৩ মার্চ (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় দু"টি গাড়িতে ধাক্কা মারল একটি গ্যাসের ট্যাঙ্কার। গ্যাস ট্যাঙ্কারটি ভুল দিক থেকে আসছিল, এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের, এছাড়াও ৩ জন আহত হয়েছেন। বুধবার রাত এগারোটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বদনাওয়ার-উজ্জয়িনী হাইওয়ের ওপর বামনসুতা গ্রামের কাছে।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে একদিবসীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে চাষবাস বৃদ্ধি করা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আইসিএআর এর উদ্যোগে "কৃষি সমৃদ্ধি স্বর্ণ সপ্তাহ" পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ: অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে চাষবাস বৃদ্ধি করা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আইসিএআর এর উদ্যোগে কৃষি সমৃদ্ধি স্বর্ণ সপ্তাহ বৃহস্পতিবার পালন করা হয় প্রজ্ঞা ভবনে। তিন দিনব্যাপী চলবে এ উপলক্ষে কর্মশালা।

আইসিএআরের উদ্যোগে কৃষি সমৃদ্ধি স্বর্ণ সপ্তাহে ত্রিপুরায় জীবিকা ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শস্যের উন্নতির অগ্রগতির জন্য কৌশলগত রোডম্যাপ শীর্ষক রাজ্য-স্তরের তিনদিনব্যাপী কর্মশালার পাশাপাশি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে।

উপস্থিত ছিলেন সচিব, ত্রিপুরা সরকারের এআরডিডি ও ফিশারিজ দীপা ডি. নায়ার, আই সি এ আরের হেড বি ইউ চৌধুরী ও বিজ্ঞানী ডক্টর বিনয় সিং সহ অন্যান্যরা। কি করে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে চাষবাস বৃদ্ধি করা যায় , কৃষকদের কি করে সহায়তা প্রদান করা যায় এই সকল বিষয়ে আজকের এই কর্মশালায় আলোচনা করেন বক্তারা।

ভুয়ো ভোটার নিয়ে সরকার জবাব না দিলে সংসদ অচল

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ।। ভুয়ো ভোটার কার্ড ইস্যুতে সংসদে আলোচনা করতেই হবে। কেন্দ্র জবাব না দিলে প্রয়োজনে লোকসভা-রাজ্যসভা অচলের করবে এককাট্টা বিরোধীরা। বুধবার মোদি সরকারকে স্পষ্ট জানিয়ে দিল তৃণমূল। সেই হুঁশিয়ারিকে সমর্থন করছে সব বিরোধী দলই। এমনকী মোদিবিরোধী 'ইন্ডিয়া'র সদস্য না হলেও ওড়িশার বিজু জনতা দলও (বিজেডি) এ ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টির পাশে। এদিন রাজ্যসভায় ভুয়ো ভোটার কার্ড ইস্যুতে সরব হন লালুপ্রসাদ যাদবের দল আরজেডির সাংসদ মনোজ ঝা। তাঁকে সমর্থন করেন কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, উদ্ধবপন্থী শিবসেনা, আপ, জেএমএম, আইইউএমএল এবং বিজেডি এমপিরা। সব মিলিয়ে ৫১ জন সাংসদ। ভুয়ো ভোটার কার্ড ইস্যুতে যে বিরোধীরা একজোট, সরকারকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা। দিনের দিনই জবাব দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী। সেই মতো বুধবারই রেলের জবাব দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব অনুরোধ করেন, আগামী সোমবার উত্তর দেবেন। তা মেনে নিয়েছে বিরোধীরা। তবে সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয়েছে শর্ত ভুয়ো ভোটার কার্ড ইস্যুতে আলোচনা করতে হবে। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রিজিজুকে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে চাপ বাড়ানো হয়েছে রাজ্যসভায়। পরে একই পথ অনুসরণ করা হবে লোকসভায়। সরকারকে বলা হয়েছে, হয় রাজ্যসভার রুল ২৭৬ (মুলতুবি প্রস্তাব), নয়তো রুল ১৭৬ (শর্ট ডিউরেশন ডিসকাশনে) মেনে এপিক নিয়ে আলোচনা করতে হবে। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন এদিন মুলতুবি প্রস্তাবের নোটিস দিয়েছিলেন। কিন্তু তা গ্রাহ্য হয়নি। এবার শর্ট ডিউরেশন ডিসকাশন বা স্বল্প সময়ের বিধিতেই আলোচনা চেয়ে চাপ বাড়াচ্ছে বিরোধীরা। কারণ, রুল ১৭৬ অনুযায়ী আড়াই ঘণ্টা আলোচনা হতে পারে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে জবাবও দিতে হয়। ফলে এক্ষেত্রে ভুয়ো ভোটার কার্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল উত্তর দিতে বাধ্য থাকবেন।রাজনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সংসদ চালাতে এদিনই বিরোধী নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। আদায় করেন মূল অর্থ বিল অর্থাৎ বাজেট পাশের ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস। এমনকী শিক্ষা, রেল, স্বাস্থ্য এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা যেন সুষ্ঠুভাবে হয়, সেই আর্জিও জানান। বিরোধীরা অবশ্য সরকারকে ঠারেঠোরে ইঙ্গিত দিয়েছে, চার মন্ত্রকের আলোচনায় কোনও ঝামেলা করবে না। পরিবর্তে ভুয়ো ভোটার কার্ডের বিষয়টি আলোচনা করতে হবে। নাহলে সংসদ অচল করা হতে পারে। রাজ্যসভার রুল ১৭৬ মোতাবেক আলোচনা চেয়ে যে কোনও সাংসদ নোটিস জমা করতে পারেন। তবে সমর্থনে অন্তত দু'জন সাংসদকে সই করতে হয়। তৃণমূলের কাছে যে সংখ্যার অভাব হবে না, তা এদিন বুঝিয়ে দিয়েছে এককাট্টা বিরোধীরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জয়পুরে রাবারের গুদামে ভয়াবহ আগুন, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

জয়পুর, ১৩ মার্চ (হি.স.): রাজস্থানে জয়পুরে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি রাবারের গুদামে। বৃহস্পতিবার সকালে জয়পুরের হার্মাদা এলাকায় একই রাবারের গুদামে আগুন লাগে। গুদামের ভিতর থেকে গলগল করে আগুন বেরোতে থাকে, ৪০টিরও বেশি দমকলের ইঞ্জিন আগুন নেভাতে কাজ করছে, কিন্তু আগুন এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

কর্তৃপক্ষ যানবাহন চলাচলের পথ পরিবর্তন করেছে এবং পুলিশের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। বিশ্বকর্মা থানার এসএইচও বীরেন্দ্র বলেছেন, 'যানবাহনে ব্যবহৃত ফ্যান বেল্টের একটি গুদামে আগুন লেগেছে। আগুনের উৎস এখনও জানা যায়নি... আগুন নেভাতে প্রায় ৪০টি দমকলের ইঞ্জিন লেগেছে... কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। আমরা যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছি এবং আশেপাশের ভবন থেকে লোকজনকে উদ্ধার করেছি।' এই অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বিপ্লব : সুকান্ত মজুমদার

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ (হি.স.): জাতীয় শিক্ষা নীতির পক্ষে ফের সওয়াল করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। একইসঙ্গে জাতীয় শিক্ষা নীতি নিয়ে যাবতীয় অভিযোগও খন্ডন করেছেন তিনি। সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, জাতীয় শিক্ষা নীতি ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বিপ্লব। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, 'জাতীয় শিক্ষানীতিতে গেরুয়া অথবা সবুজ কিছুই নেই।'

সুকান্ত জোর দিয়ে বলেছেন, জাতীয় শিক্ষা নীতি ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বিপ্লব। জাতীয় শিক্ষা নীতিতে মূলত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রে তামিল। অষ্টম শ্রেণীর পর, একজন শিক্ষার্থী তৃতীয় ভাষা হিসেবে অধ্যয়নের জন্য ২২টি ভাষার তালিকা থেকে যে কোনও ভাষা বেছে নিতে পারে।'

প্লাস্টিকে মুড়ে ফেলা হয়েছে মসজিদ, হোলিকে ঘিরে উত্তর প্রদেশে সজাগ প্রশাসন

লখনউ, ১৩ মার্চ (হি.স.): রঙের উৎসব হোলিকে ঘিরে উত্তর প্রদেশে সজাগ পুলিশ ও প্রশাসন। উত্তর প্রদেশের সম্ভল, আলিগড়, বরেলি সর্বত্রই সজাগ রয়েছে পুলিশ। এদিকে, হোলির আগে আলিগড় ও বরেলিতে প্লাস্টিকে মুড়ে ফেলা হয়েছে বিভিন্ন মসজিদ। স্থানীয় প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, হোলি উৎসবের আগে মসজিদগুলিকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। সম্ভলে সম্প্রতি খুলেছে খাগ্গু সরাইয়ের শিব হনুমান মন্দির, বৃহস্পতিবার সেখানে রঙের উৎসবে শামিল হন বহু মানুষ। ওই এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে পুলিশ কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এএসপি (সম্ভল) শ্রীশ চন্দ্র বলেন, 'খাগ্গু সরাইয়ের শিব-হনুমান মন্দিরে পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ। সেখানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সেখানে মানুষ উৎসাহের সঙ্গে হোলি খেলছে। এখানে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ড্রোনের সাহায্যে নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।'

বর্তমান সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, মহিলারা স্বনির্ভর হলেই তাদের উপর নির্যাতনের মাত্রা অনেকটা হ্রাস পাবে। সমাজে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস পায়। কারণ জনসংখ্যার অর্ধেকই মহিলা। কাজেই মহিলাদের পেছনে ঠেলে দিলে এই সমাজ এগিয়ে যাবে না। তাদের ছাড়া দেশ ও রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীদের সার্বিক উন্নয়নে সবদিক দিয়ে চেষ্টা করছে রাজ্যের বর্তমান সরকার। কিছুদিন আগে গত ৯ মার্চ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা আগরতলায় রাজ্য সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্কিমের ঘোষণা করেছেন। এরমধ্যে একটি মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা এবং অপরটি মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর থেকে ৫০ জন মহিলাকে খাদ্য সামগ্রী তৈরি করার প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সরকারি স্টল বণ্টনে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। ২৪অ৭ একটি টোল ফ্রি নম্বর চালু করা হয়েছে। ১৮১ নম্বরে মহিলাদের যেকোন সমস্যা নিয়ে ফোন করলে সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়। গত এক বছরে ১৪,৫০১টি কল করা হয় এই টোল ফ্রি নম্বরে এবং অনেক মহিলা সহায়তা পেয়েছেন। নারীদের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত প্রকল্প ও কর্মসূচির তথ্য পাওয়ার জন্য হাব অফ এমপাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন অফিস চালু করা হয়েছে। প্রতিটি জেলাতেও এই অফিস চালু করা হয়েছে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প রাজ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভ্রূণ হত্যা রোধে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিকা অনুসারে রাজ্যেও আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা একমাত্র রাজ্য যেখানে মহিলাদের সুরক্ষায় আটটি জেলাতে মহিলা পরিচালিত থানা চালু করা হয়েছে। পশ্চিম জেলায় দুটি সহ বাকি সব জেলায় একটি করে মহিলা থানা খোলা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি অফিসে ইন্টারনাল কমপ্লেইন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৮টি জেলায় জেলাশাসকের অফিসে লোক্যাল কমিটিও গঠন করা হয়েছে। কারণ মা বোনেদের সুরক্ষা দেওয়া না গেলে কাজের কাজ হবে না। জিবি হাসপাতালে এমসিএস ক্লিনিক গড়ে তোলার জন্য ডোনার মন্ত্রক থেকে ১০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দ পাওয়া গেছে। সেখানে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু ইউনিট গড়ে তোলা হচ্ছে। দুঃস্থ ও বয়স্ক মহিলাদের জন্য আরো তিনটি বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মাক্র বন্দনা যোজনার অধীনে গর্ভবতী ও প্রসূতী মায়েদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থিকভাবে সহায়তা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার প্রকল্পেও প্রতি তিন মাসে একবার করে পৌষ্টিক আহার যেমন আয়রন সমৃদ্ধ খাবারের জন্য গর্ভবতী মহিলাদের ব্যাংক একাউন্টে চারবারে মোট ৫০০ টাকা করে মোট ২,০০০ টাকা দেওয়া হয়। গত ২৮ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত ২১হাজার ৫৫১জন গর্ভবতী মহিলাকে এই প্রকল্পে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও হেল্পারদের মাসিক সাম্মানিক পরিমাণ বাড়িয়ে ন্যূনতম ৮,০০০ ও ৫,০০০ করা হয়েছে। আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের ১৮ বছরের কম বয়সী প্রায় ২ হাজারের অধিক ছেলেমেয়েকে চলতি অর্থ বছরে স্পনসরশিপ অনুদান হিসেবে প্রতি মাসে প্রায় ৪,০০০ টাকা করে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া মহিলা ও কন্যা সন্তানদের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ভাতা প্রদান করছে।

তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এপিএলের অধীনে স্বামী পরিত্যক্তা ভাতার সুবিধা পাচ্ছেন ৩,৮৮৫ জন। অবিবাহিত মহিলা ভাতা পাচ্ছেন প্রায় ১, ৯৬৪ জন। রাজ্য বিধবা ভাতা দেওয়া হচ্ছে ৯২ জনকে। গৃহ সহায়িকা ভাতা পাচ্ছেন ২৩,৬৩২ জন। বিধবা ও পরিত্যক্ত মহিলা ভাতা পাচ্ছেন ৫৮,৫৫৮ জন। ত্রিপুরা শিশু কন্যা উৎসাহ ভাতা পাচ্ছে প্রায় ৬৪,৬০৩ জন, মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক সহায়তা প্রকল্প দুস্থ মহিলা ভাতা পাচ্ছেন ৭ হাজার ৫০০ এর অধিক জন। জাতীয় স্তরে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য মেয়েদের ৩ সুদের হারে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়নে সবসময় সজাগ রয়েছে। নারী সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে নিচের দিক থেকে অষ্টম স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। নারীরা শক্তিশালী হলে এই রাজ্যও শক্তিশালী হবে এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা ও এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন পূরণ হবে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায় ও অধিকর্তা তপন কুমার দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার, পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

রেশনের যোগ্য ? যাচাই করবে আয়কর দপ্তর

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ।। নিয়মিত রেশন তুলছেন। বিনামূল্যে পাচ্ছেন চাল-গম। কিন্তু আপনি এই সুবিধা পাওয়ার যোগ্য তো? আপনার কাছে যে রেশন কার্ড আছে, সেই কার্ডে আদৌ কি রেশন পাওয়ার কথা? এসবই এবার যাচাই করবে আয়কর দপ্তর। তার জন্য ইতিমধ্যে পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। আয়কর কর্তাদের বক্তব্য, যাঁরা বেশি আয় করেও গরিবদের জন্য প্রযোজ্য রেশনিং ব্যবস্থার সুবিধা ভোগ করছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে গোটা ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে নতুন করে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের বাতাবরণ সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা ওয়াকিবহাল মহলের। কারণ, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্ট, একটা বড় অংশের রেশন গ্রাহককে ছেঁটে ফেলতে চাইছে তারা। রেশন গ্রাহকদের ভর্তুকির টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠাবে কেন্দ্রএমন জল্পনায় ইতিমধ্যে জলঘোলা শুরু হয়েছে। এই আবহে আয়কর দপ্তরের তোড়জোড় বিতর্কের নয়া পরিসর তৈরি করল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। করোনা পরবর্তী সময়ে দেশবাসীর একটা বড় অংশকে বিনা পয়সায় খাদ্যশস্য দিতে 'প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা' প্রকল্প এনেছিল কেন্দ্র। ২০২৮ সাল পর্যন্ত এই পরিষেবা চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা হয়েছে আগেই। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় বহু মানুষ পশ্চিমবঙ্গে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য পান। তাঁদের একটা বড় অংশ 'অন্নপূর্ণা অন্ত্যোদয় যোজনা'র আওতায় পরিবার পিছু মাসে চাল-আটা বা গম মিলিয়ে ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য পান। বাকিরা পান মাথা পিছু পাঁচ কেজি করে। কেন্দ্রীয় সরকার মনে করছে, বিভিন্ন রাজ্যে খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় থাকা প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপকদের মধ্যে 'জল' রয়েছে। অর্থাৎ যাঁদের বিনামূল্যে রেশনের প্রয়োজন নেই, তাঁরাও এই সুবিধা নিয়ে থাকেন। অথচ ভর্তুকি বাবদ বিপুল অর্থ খরচ করতে হচ্ছে কেন্দ্রকে। এই অবস্থায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে 'প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা' খাতে ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে ২ লক্ষ ৩ হাজার কোটি টাকা। তারপরও সরকার চাইছে, ভর্তুকির খরচ সার্বিকভাবে কিছুটা কম হোক। তাহলে তা অন্য খাতে ব্যবহার করা হবে। কারণ, আগামী অর্থবর্ষ থেকে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত রোজগারে আয়কর ছাড়ের যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তার ফলে রাজস্ব কমবে কেন্দ্রের। অথচ, মোদি সরকারের আয়ের সংস্থান বাড়ছে না। উৎপাদন ক্ষেত্রে সাড়া নেই। তাহলে উপায় একটাই, ফাঁক ভরাট করতে হবে। কেন্দ্রের যুক্তি হল, যদি বিপুল সংখ্যক মানুষকে আয়কর ছাড়ের সুবিধা দিতেই হয়, তাহলে তাদের বিনামূল্যে রেশনের সুবিধা দেব কেন? এই শ্রেণির চাকরিজীবী তো বটেই, রিটার্ন জমা করা বহু মানুষও এই সুবিধা নিয়ে থাকেন। সেখানেই কাটছাঁট করতে উদ্যোগী হয়েছে সরকার।সূত্রের খবর, আয়কর সংক্রান্ত তথ্য ক্রেতাসুরক্ষা মন্ত্রককে জানানোর জন্য 'সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস' তাদের 'সিস্টেম' বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলকে নির্দেশ দিয়েছে। মন্ত্রকের অধীন খাদ্য ও গণবন্টন বিভাগের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার অফিসারকে সেই তথ্য দিতে হবে। ক্রেতাসুরক্ষা মন্ত্রকই রেশন গ্রাহকদের আধার সংক্রান্ত তথ্য জানাবে আয়কর দপ্তরকে। আধারের সঙ্গে ইতিমধ্যে রেশন কার্ডের 'লিঙ্ক' হয়েছে। এরপর আধারের সঙ্গে প্যানের 'লিঙ্ক' থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বার্ষিক আয় জানা যাবে। আয়কর বিভাগ ও গণবন্টন দপ্তর নিজেরাই ঠিক করবে, কতজন ব্যক্তির তথ্য তারা লেনদেন করবে। তথ্যগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং তার যথাযথ সুরক্ষা দরকার। তাই কীভাবে তা সুরক্ষিত থাকবে, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সেই মতো পরিকাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এই অবস্থায় রাজ্যগুলি কী অবস্থান নেয়, সেটাই এখন দেখার। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যদপ্তরের সঙ্গে এ বিষয়ে কেন্দ্র এখনও কোনও আলোচনা করেনি বলেই খবর।

চোরাই কাঠ বাজেয়াপ্ত

● আটের পাতার পর

চোরাই বনজ কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছে।

এবিষয়ে বন দপ্তরের আধিকারিক অভিজিৎ দাস জানান, গাড়িটি দুর্ঘটনাগ্রস্থ হবার পর চালক পালিয়ে গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়েছে। বাজেয়াপ্ত কাঠের বাজার মুল্য দেড় লক্ষাধিক টাকার হবে। এদিকে, গাড়ির সূত্র ধরে বন আইনে মামলা রুজু করে বনবিভাগ তদন্তে নামবে বলে জানান তিনি।

বিশেষ সাফল্য অর্জন

● আটের পাতার পর

তিনি বলেন, বন্যার সময়ও আমরা দেখেছি। সবাই মিলে একটা টিম ওয়ার্ক হতে পারে তা আমরা আবারো দেখলাম। এত জন টিবি রোগী কেবলমাত্র ১০০ দিনে ধরা পড়াটা কম কথা নয়। যেখানে বিগত ১ বছরে ২৩৯ জন রোগী ধরা পড়েছে সেই জায়গায় মাত্র ১০০ দিনে ১২১ জন রোগীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সাফল্যে আপ্লুত জেলা শাসক এবং সভাধিপতি জেলা সহ পরিসংখ্যান দিয়ে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং জেলা টিবি আধিকারিক বলেন ১০০ দিনে ১ লক্ষ ৩০ হাজার স্ক্রিনিং করা হয়েছে। মূল লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৩৫ শতাংশ বেশী লোককে স্ক্রিনিং — এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।। গোমতী জেলার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৬৩০০ জন। ৭ হাজার ৬০০ জনকে এক্স রে এবং ট্রু-নেটের মাধ্যমে টেস্ট করা হয়েছে। প্রায় সাড়ে ৩ হাজার লোককে বিগত কয়েক দিনে এক্স রে করা হয়েছে বলে জেলা টিবি আধিকারিক ডাঃ শৌমিক চক্রবর্তী সাংবাদিকদের জানান। এবছর অমরপুরে বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন।জেলার মোট ৮৬ গ্রামকে টিবি মুক্ত গ্রাম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ

● আটের পাতার পর

বিদ্যালয়ে পরীক্ষাস্থলগুলি পরিদর্শন করেন। পর্যদের ওএসডি পল্লবকান্তি সাহা প্রাচ্যভারতী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কামিনীকুমার স্মৃতি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাত্মাগান্ধী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষাস্থলগুলি পরিদর্শন করেন। আগামীকাল উচ্চতর মাধ্যমিকের ভূগোল বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

বরদাস্ত করা হবে না

● প্রথম পাতার পর

খুবই পবিত্র তীর্থস্থান। আমি শুনেছি এখানে প্রায় ৫০০ থেকে ৭০০ দর্শনার্থী নিয়মিত আসেন। আর শুধু এখানেই নয়, দ

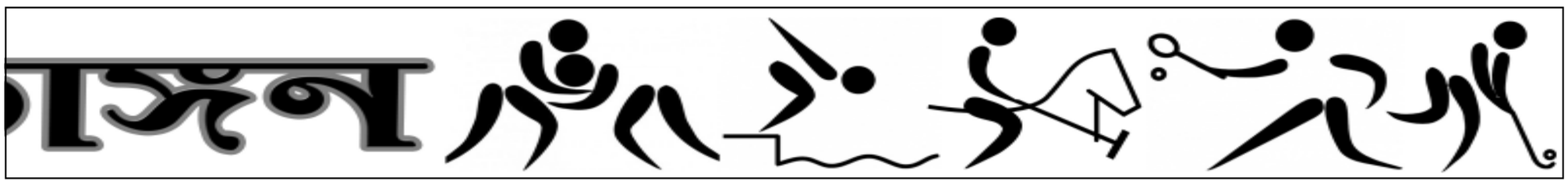

বন্ধুত্বপূর্ণ ফুটবলে মনিপুর ভেটারেন-কে দুই গোলে হারালো ত্রিপুরা ভেটারেন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ভেটারেন ফুটবলার্স টিম জিতেছে। হারিয়েছে মনিপুর ভেটারেন ফুটবলার টিমকে। যদিও প্রদর্শনী ম্যাচ। বন্ধুত্বপূর্ণ প্রীতি ম্যাচ। তবে দু-দলের প্রত্যেকের ক্রীড়া শৈলী, দক্ষতা এবং পায়ের কাজ এটাই জানান দিয়েছে একসময় সত্যিই তাঁরা রাজ্যের হয়ে, এমনকি দেশের হয়েও অনেক মাঠে দারুন খেলা উপহার দিয়েছেন। সাফল্যও কুড়িয়েছেন। রাজধানীর উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বন্ধুত্বপূর্ণ প্রীতি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচে ত্রিপুরা ভেটারেন ফুটবলার টিম ২-০ গোলে জয়ী হয়েছে। দীপঙ্কর দেব ও লিটন মিয়া গোল দুটি করেছেন। মনিপুর দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রাও একাধিকবার গোল মুখী আক্রমণ রচনা করেছেন। তবে প্রথম পর্যায়ে কানাই যাদব এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশ্বজিৎ দেব দুর্দান্তভাবে তিন কাঠি আগলে নিশ্চিত গোলও রুখেছেন। উল্লেখ্য, প্রদর্শনী ম্যাচ শুরুর আগে মাঠে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ এবং ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি প্রণব সরকার, ত্রিপুরা ভেটারেন ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুব্রত দেববর্মা প্রমুখ দু-দলের খেলোয়ারদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শনী ম্যাচের সূচনা করেন। খেলা শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে দু"দলের খেলোয়াড়দের স্মারক উপহারের সম্মানিত করা হয়। দারুণভাবে প্রদর্শনী মেয়ের সম্পন্ন হওয়ায় ত্রিপুরা বেটারিন ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুব্রত দেববর্মা এবং সম্পাদক রঞ্জিত কুমার দেব বোতলের খেলোয়াড় আম্পায়ার এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

শঙ্করের শতকের সুবাদে ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় কসমোপলিটন ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। রাজ্যে চলছে এখন সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি সীমিত ওভারের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে রাজ্য ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার মেলাঘর শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে মুখোমুখি হয় কসমোপলিটন ও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। দুইদলের এই ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ৭৩ রানে পরাজিত করে কসমোপলিটন। লড়াই শুরু হবার আগে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস টসে জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিলে আগে ব্যাট করার সুযোগ পায় কসমোপলিটন। আর এই সুযোগ কাজে লাগায় দলের ব্যাটসম্যানরা। নির্ধারিত ২০ ওভারের মাত্র দুইজন ব্যাটসম্যান কে হারিয়ে কসমোপলিটন সীমিত ওভারের ক্রিকেটে নিশ্চিত জয় পাওয়ার মতো ২০৪ রান সংগ্রহ করে। মূলত শংকর পালের মারমুখি অপরাজিত সেঞ্চুরি সাহায্যেই এই রান তুলতে সক্ষম হয় কসমোপলিটন। ইনিংসে শংকর মাত্র ৫৭ টি বল মোকাবেলা করে ৯টি চার ও ১২ টি ছয় এর সাহায্যে ১৩৬ রান তুলে অপরাজিত থাকে। এছাড়া বাবুলদের ৩৬ রানে অপরাজিত এবং ওপেনিং জুটির ব্যাটসম্যান সৌরভের ২০ রান ছিল উল্লেখযোগ্য। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর বোলারদের মধ্যে বল হাতে নিয়ে একাই দুটি উইকেট পেল পমির দেবনাথ। জবাবে জয়ের জন্য ২০৫ রানের বিশাল টার্গেট নিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ১৩১ রান তুলতে সক্ষম হয়। ফ্রেন্ডসের ব্যাটম্যানদের মধ্যে ওপেনিং ব্যাটসম্যান বিশাল ঘোষের ৪১ রান ও মেডেল অর্ডারে হৃত্বিকশ্রীবাস্তবের ৪২ রান ছিল উল্লেখযোগ্য। যেই দলের বোলারদের মধ্যে মিহির তিনটি ও কৃষ্ণধন নমঃ দুটি করে উইকেট পেল।

মন্ধানার বেঙ্গালুরুর কাছে হার হরমনপ্রীতের মুম্বইয়ের, মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে দিল্লি

মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগে হেরে স্মৃতি মন্ধানার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে গেল হরমনপ্রীত কৌরের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। মঙ্গলবার প্রথমে ব্যাট করে মন্ধানারা করেন ৩ উইকেটে ১৯৯ রান। জবাবে হরমনপ্রীতেরা করলেন ৯ উইকেটে ১৮৮। মুম্বই ১১ রানে হেরে যাওয়ায় মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে নিশ্চিত হয়ে গেল দিল্লি ক্যাপিটালস। মুম্বইয়ের মতো তাদেরও ৮ ম্যাচে সংগ্রহ ১০ পয়েন্ট। তবে নেট রান রেটে শীর্ষে রয়েছে দিল্লি। অন্য দিকে ৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় হিসাবে এলিমিনেটরে জায়গা করে নিল গুজরাত জায়ান্টস।বেঙ্গালুরুর প্রায় সব ব্যাটারি এ দিন রান করেছেন। সকলেই ছিলেন আগ্রাসী মেজাজে।

ওপেন করতে নেমে মন্ধানা ৩৭ বলে ৫৩ রান করেন ৬টি চার এবং ৩টি ছয়ের সাহায্যে। অন্য ওপেনার সাব্বিনেনি মেঘনা করেন ১৩ বলে ২৬। ৪টি চার এবং ১টি ছয় মারেন তিনি। তিন নম্বরে নেমে এলিস পেরি খেলেন ৩৮ বলে ৪৯ রানের অপরাজিত ইনিংস। ৫টি চার এবং ১টি ছক্কা মারেন তিনি। এ ছাড়া রিচা ঘোষের ব্যাট থেকে এসেছে ২২ বলে ৩৬ রানের ইনিংস। বাংলার উইকেটরক্ষক-ব্যাটার মেরেছেন ৫টি চার এবং ১টি ছয়। শেষ পর্যন্ত পেরির সঙ্গে ২২ গজে ছিলেন জর্জিয়া ওয়ারহ্যাম। তিনি ১০ বলে ৩১ রান করে অপরাজিত থাকেন। তাঁর ব্যাট থেকেও ৫টি চার এবং ১টি ছয় এসেছে।মুম্বইয়ের কোনও বোলারই তেমন নজর কাড়তে পারলেন না ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামের ২২ গজে। হেইলি ম্যাথিউস ৩৭ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। ৪৭ রানে ১ উইকেট অ্যামেলিয়া কেরের।জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভাল লড়াই করেও জিততে পারল না মুম্বই। কাজে এল না ন্যাট সিভার ব্রান্টের ৩৫ বলে ৬৯ রানের ইনিংস। ৯টি চার এবং ২টি ছয় মেরে তিনি চেষ্টা করলেও ২২ গজের অন্য প্রান্ত থেকে তেমন সাহায্য পেলেন না। ১৮ বলে ২০ রান করেন হরমনপ্রীত। এ ছাড়া মুম্বইয়ের হয়ে ব্যাট হাতে কিছুটা লড়াই করেন সজীবন সজনা। তিনি ১২ বলে ২৩ রানের ইনিংস খেলেন ১টি চার এবং ২টি ছয়ের সাহায্যে।বেঙ্গালুরুর বোলারদের মধ্যে সফলতম স্নেহ রানা ২৬ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। ৩৩ রানে ২ উইকেট কিম গ্রাথের। ৫৩ রানে ২ উইকেট পেরির। এ ছাড়া ১টি করে উইকেট পেয়েছেন হেথার গ্রাহাম এবং ওয়ারহ্যাম। শেষ ম্যাচ জিতেও গত বারের চ্যাম্পিয়ন বেঙ্গালুরু পয়েন্ট তালিকায় চার নম্বরে শেষ করল।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভরাডুবির পর আবার অবসর !

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক মাহমুদুল্লা রিয়াদ। ৩৯ বছরের ক্রিকেটার বুধবার সমাজমাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। কয়েক দিন আগেই এক দিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেন উইকেটরক্ষক-ব্যাটার মুশফিকুর রহিম। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশের ভরাডুবির পর দুই সিনিয়র ক্রিকেটারের ব্যর্থতা নিয়ে প্রবল সমালোচনা হয়।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আর দেখা যাবে না মাহমুদুল্লাকে। বাংলাদেশ ক্রিকেটের সোনালি প্রজন্মের পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম ছিলেন মাহমুদুল্লা। মাশরাফি মোর্তাজা, তামিম ইকবাল আগেই অবসর নিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে। শাকিব আল হাসান দেশের হয়ে খেলতে পারছেন না বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। মুশফিকুর আগামী দিনে শুধু টেস্ট ক্রিকেট খেলবেন। ফলে মাহমুদুল্লার অবসর সাদা বলের ক্রিকেটে বাংলাদেশের সোনালি প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব এক রকম শেষ হয়ে গেল।

কয়েক দিন আগেই মাহমুদুল্লা জানিয়েছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে আর থাকতে চান না। তখনই ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ আশঙ্কা করেছিলেন। বুধবার মাহমুদুল্লার ঘোষণায় সেই আশঙ্কাই সত্যি হল। অবসরের বার্তায় মাহমুদুল্লা লিখেছেন, "সব কিছু নিখুঁত ভাবে শেষ হয় না। তার পরও একটা সময় শেষ বলে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। শান্তি...আলহামদুলিল্লাহ।"

২০০৭ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এক দিনের আন্তর্জাতিক দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটজীবন শুরু করেছিলেন মাহমুদুল্লা। জাতীয় দলের শেষ ম্যাচটিও তাঁর এক দিনের। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি নিউ জিল্যান্ডে বিরুদ্ধে রাওয়ালপিন্ডিতে খেলেন সেই ম্যাচ। টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে আগেই অবসর নিয়েছিলেন ৩৯ বছরের ক্রিকেটার। এ বার এক দিনের আন্তর্জাতিক থেকেও অবসর নিলেন। গত ১৮ বছরে দেশের হয়ে ২৩৯টি এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে মাহমুদুল্লা করেছেন ৫৬৮৯ রান। তাঁর গড় ৩৬.৪৬। চারটি শতরান এবং ৩২টি অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। দেশের হয়ে ৫০টি টেস্ট এবং ১৪১টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচও খেলেছেন তিনি। ৪৩টি ২০ ওভারের ম্যাচ এবং ছ'টি টেস্টে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

আগেই সক্রিয় কালোবাজারিরা

আইপিএল আগেই সক্রিয় কালোবাজারিরা। ইন্টারনেটে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে ম্যাচের টিকিট। চেন্নাই সুপার কিংস কর্তৃপক্ষ এখনও সরকারি ভাবে টিকিট বিক্রি শুরু করার কথা জানাননি। তবু কালোবাজারে বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছে টিকিট! আগামী ২৩ মার্চ এ বারের আইপিএলের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনিরা। এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে তাড়া মুখোমুখি হবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। আইপিএলের দুই সফলতম দলের ম্যাচ ঘিরে প্রতি বছরই ক্রিকেটপ্রেমীদের উন্মাদনা থাকে তুঙ্গে। এই ম্যাচকে কেন্দ্র করেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে কালোবাজারিরা।

কালোবাজারে চেন্নাই-মুম্বই ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছে। টিকিট পুনঃবিক্রয়ের একটি ওয়েবসাইটে এই ম্যাচের কেএমকে লোয়ার স্ট্যান্ডের টিকিটের সর্বোচ্চ দাম ৮৫,৩৮০। একই স্ট্যান্ডের কিছু টিকিটের দাম দেখাচ্ছে ১ লাখ টাকার বেশি। সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট কর্তৃপক্ষ দু'দিন আগেই জানিয়েছেন, ১ লাখ টাকার বেশি দামের সব টিকিট শেষ হয়ে গিয়েছে। সেই টিকিটের সর্বোচ্চ দাম ওঠে ১, ২৩,৪৫৯ টাকা। চেন্নাইয়ের সব হোম ম্যাচের টিকিটই পাওয়া যাচ্ছে এই ওয়েবসাইটে। এই ম্যাচের টিকিটের দাম ১৭,৮০৪ টাকা থেকে ১,২৩,৫৯৩ টাকার মধ্যে ঘোরা ফেরা করছে।

উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটির সঙ্গে চেন্নাই বা আইপিএল কর্তৃপক্ষ যুক্ত নন।সরকারি ভাবে টিকিট বিক্রি শুরুর আগেই কী ভাবে একটি ওয়েবসাইট এ ভাবে অত্যন্ত চড়া দামে টিকিট বিক্রি করছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তারা স্টেডিয়ামের যে আসনগুলির টিকিট বিক্রি করছে, সরকারি ভাবে বিক্রি শুরুর আগেই তারা কীভাবে সংশ্লিষ্ট টিকিটগুলি পাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হচ্ছে? টিকিটের বিপুল দাম নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ। উল্লেখ্য, ২২ মার্চ কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এ বারের আইপিএল।

পেনাল্টি শট নিয়ে বিতর্ক

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রতিবেশী রিয়াল মাদ্রিদের কাছে আরও এক বার হারল আতলেতিকো মাদ্রিদ। বুধবার রাতে ঘরের মাঠে রিয়ালকে নির্ধারিত সময়ে ১-০ হারালেও টাইব্রেকারে ২-৪ ব্যবধানে হেরে গেল আতলেতিকো। তবে টাইব্রেকারে জুলিয়ান আলভারেসের শট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালে আর্সেনালের বিরুদ্ধে খেলবে রিয়াল। শেষ আটে গিয়েছে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড এবং অ্যাস্টন ভিলাও।

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মাদ্রিদের দুই ক্লাব মুখোমুখি হয়েছিল। গত সপ্তাহে প্রথম পর্বে ২-১ জিতেছিল রিয়াল। বুধবার আতলেতিকো ১-০ জেতায় দুই পর্ব মিলিয়ে ফল হয় ২-২। আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে 'অ্যাওয়ে গোল রুল' থাকলেও এখন তা নেই। ফলে খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেখানেও গোল না হওয়ায় পেনাল্টি শুটআউট হয়। তাতেই শেষ হাসি হাসে রিয়াল।

প্রথম মিনিটেই গোল করে আতলেতিকোকে এগিয়ে দিয়েছিলেন কোনর গ্যালাঘার। বাকি সময়ে রিয়ালকে চাপে রেখেছিল আতলেতিকো। রিয়াল গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়া অন্তত চার বার দলের পতন আটকান। খেলার বিপরীতে গিয়ে ৭০ মিনিটে পেনাল্টি পেয়েছিল রিয়াল। বক্সের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল কিলিয়ান এমবাপেকে। তবে পেনাল্টি থেকে ভিনিসিয়াসের শট বারের উপর দিয়ে উড়ে যায়। সেটি গোল করে টাইব্রেকারের দরকারই পড়ত না।

টাইব্রেকারে রিয়ালের হয়ে গোল করেন এমবাপে, জুড বেলিংহ্যাম, ফেদেরিকো ভালভার্দে এবং আন্তোনিয়া রুডিগার। লুকাস ভাজকুয়েজের শট আটকান আতলেতিকো গোলরক্ষক। তবে আলভারেজের শট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। শট নেওয়ার সময় পিছলে গিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার ফুটবলার। তাঁর বাঁ পা আগে বলের সঙ্গে লাগে। মাটিতে পড়তে পড়তেই ডান পায়ের শটে গোল করেন।

প্রথমে রেফারি বুঝতে পারেননি। রিয়াল গোলরক্ষক কুর্তোয়া আবেদন করেন। পরে ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভার) জানান, বলে দু'বার আলভারেজের পা লেগেছে। ফলে নিয়ম অনুযায়ী সেই গোল বাতিল করা হয়। এর পর আতলেতিকোর মার্কেস লোরেন্তে শট মিসকরলে রিয়াল এগিয়ে যায়। পঞ্চম শটে রুডিগার রিয়ালের জয় নিশ্চিত করেন।

শুভমন জিতলেন আইসিসির শিরোপা

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে ভাল পারফরম্যান্সের পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও ভাল পারফরম্যান্স করেছেন শুভমন গিল। ভারতের তরুণ ব্যাটারকে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পুরস্কার দিল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।

অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ এবং নিউ জিল্যান্ডের গ্লেন ফিলিপসের সঙ্গে ফেব্রুয়ারি মাসের সেরা ক্রিকেটার হওয়ার লড়াই ছিল শুভমনের। সেই লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসলেন ভারতের তরুণ ওপেনার। তাঁকেই ফেব্রুয়ারি মাসের সেরা ক্রিকেটার হিসাবে বেছে নিল আইসিসি।

ফেব্রুয়ারি মাসে পাঁচটি এক দিনের ম্যাচ খেলে শুভমন করেছিলেন ৪০৬ রান। তাঁর গড় ১০১.৫০। স্ট্রাইক রেট ৯৪.১৯। টানা তিনটি ম্যাচে ৫০-এর বেশি রান করেছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম এক দিনের ম্যাচে নাগপুরের ২২ গজে শুভমন করেন ৮৭ রান। তার পর দ্বিতীয় ম্যাচে কটকে করেন ৬০ রান। জস বাটলারের দলের বিরুদ্ধে অহমদাবাদে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে শুভমনের ব্যাট থেকে এসেছিল ১১২ বলে ১০২ রানের ইনিংস। সিরিজের সেরা ক্রিকেটারও হয়েছিলেন শুভমন। তাঁর এই পারফরম্যান্সকে উপেক্ষা করতে পারেননি আইসিসি কর্তৃপক্ষও।

আইসিসির সেরা ক্রিকেটার হয়ে উচ্ছ্বসিত শুভমন।

সমীরণ স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে পোলস্টারকে হারিয়ে স্ফুলিঙ্গ জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে চলছে এখন সিনিয়র টি-টোয়েন্টি সমীরণ চক্রবর্তী ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আর এই টুর্নামেন্ট এর পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার নরসিংগড় টি আই টি মাঠে মুখোমুখি হয় পোলস্টার ও স্ফুলিঙ্গ। সীমিত ওভারের দুই দলের এই ম্যাচে এদিন পোলস্টারকে ৬ উইকেটে পরাজিত করে স্ফুলিঙ্গ। উভয় দলের লড়াই শুরু হবার আগে পোলস্টার টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে সংগ্রহ করে ১৩২ রান। ওপেনিং ব্যাটসম্যান রাজকুমার যাদবের লড়াকু ৫৪ রান এবং মিডেল অর্ডারে অবিলাস দেবনাথের ২৪ রান ও আদিত্য যাদবের ২৮ রানের সাহায্যেই ইনিংসে এই রান তুলে পোলস্টার।

জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে অপূর্ব বিশ্বাস ২২ রান দিয়ে একাই তুলে নেয় চারটি উইকেট। এছাড়া দুটি উইকেট পেল বৈভব পাল। জবাবে জয়ের জন্য ১৩৩ রানের টার্গেট নিয়ে স্ফুলিঙ্গ ব্যাট করতে নেমে ১৭ ওভারে চারজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ১৩৮ রান তুলে ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নেয়। মূলত ওপেনিং ব্যাটসম্যান শচীন শর্মার মারমুখী অপরাজিত ৮৪ রানের সাহায্যেই সহজ জয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয় স্ফুলিঙ্গ।

মাত্র ৪৮ টি বল মোকাবেলা করে ছয়টি চার ও সাতটি ছয় এর সাহায্যে ইনিংসে এই রান তুলে শচীন। এছাড়াও স্বপন রুপালাকারের ২৩ রান ছিল উল্লেখযোগ্য। পোলস্টারের বোলারদের মধ্যে বল হাতে নিয়ে দুটি করে উইকেট পেল চিরঞ্জীব দেবনাথ ও পৌরস মিশ্র।

অল ইংল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টনে প্রথম রাউন্ডে হার সিন্ধু-প্রণয়ের

অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টনের প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে গেলেন পিভি সিন্ধু। দক্ষিণ কোরিয়ার কিম গা ইউনের কাছে ২১-১৯, ১৩-২১, ১৩-২১ ব্যবধানে হারলেন দু'বারের অলিম্পিক্স পদকজয়ী। পুরুষদের সিঙ্গলসে প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়েছেন এইচএস প্রণয়ও। দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন লক্ষ্য সেন এবং মালবিকা বনসোদ।

ঐতিব্যবাহী অল ইংল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টনের শুরুতেই জোড়া বিপর্যয় ভারতের। প্রথম রাউন্ডেই অপ্রত্যাশিত ভাবে হেরে গেলেন সিন্ধু। বিশ্বের ২১ নম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার ইউনের বিরুদ্ধে শুরুটা খারাপ করেননি। কিন্তু খেলা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে ওঠেননি সিন্ধু। এ দিন কোর্টে ঘণ্টাখানেকের লড়াইয়ে সিন্ধুকে বেশ মন্থর দেখিয়েছে। কোর্টের এক প্রান্ত থেকে দ্রুত অন্য প্রান্তে পৌঁছতে পারেননি। ঘাটতি দেখা গিয়েছে রিফ্লেক্সেও। সিন্ধুর মতোই হতাশ করেছেন প্রণয়ও। ফ্রান্সের টোমা জুনিয়র পোপোভের কাছে ১৯-২১, ১৬-২১ ব্যবধানে হেরে গিয়েছেন তিনি। ৫৩ মিনিটের লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে তেমন কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারেননি তিনি।

পুরুষদের সিঙ্গলসে ভারতের আশা জিইয়ে রেখেছেন লক্ষ্য। তিনি প্রথম রাউন্ডে বিশ্বের ৩৭ নম্বর চিনা তাইপের সু লি-ইয়াংকে হারিয়েছেন ১৩-২১, ২১-১৭, ২১-১৫ ব্যবধানে। শুরুটা ভাল করতে না পারলেও ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের লড়াইয়ের মাঝামাঝি সময় থেকে খেলার রাশ নিজের র্যাকেটে তুলে নেন বিশ্বের ১৫ নম্বর লক্ষ্য। তার পর আর প্রতিপক্ষকে বিশেষ সুযোগ দেননি তিনি। অন্য দিকে, মহিলাদের সিঙ্গলসে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন মালবিকা। বিশ্বের ২৮ নম্বর মালবিকা এক রকম অঘটন ঘটিয়েছেন প্রথম রাউন্ডে। বিশ্বের ১২ নম্বর সিঙ্গাপুরের ইয়ো জিয়া মিনকে হারিয়েছেন ২১-১৩, ১০-২১, ২১-১৭ ব্যবধানে। দু'জনের মধ্যে ১ ঘণ্টা ৩ মিনিট লড়াই হয়। মহিলাদের ডাবলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছে ভারতের গায়ত্রী গোপীচন্দ এবং তৃষা জলি জুটি। চিনা তাইপের জুটিকে সাং-ইউ জুটিকে হারিয়েছেন ২১-১৭, ২১-১৩ ব্যবধানে।

মিক্সড ডাবসলের প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়েছে ভারতের সতীশ কুমার করুণাকরণ-আদ্যা ভারিয়াথ জুটি। চিনের জুটি গুয়ো জিং ওয়া-চেন ফাং হুই জুটির কাছে তাঁরা হেরেছেন ৬-২১, ১৫-২১ ব্যবধানে। তবে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছে ভারতের রোহন কপুর-রুত্বিকা শিবানী গড্ডে জুটি। তাঁরা ২১-১০, ১৭-২১, ২৪-২২ ব্যবধানে হারিয়েছেন চিনা তাইপের জুটি ইয়ে হং উই-নিকোলে গঞ্জালেস চ্যান জুটিকে।

সেরা একাদশ বাছলেন অশ্বিন

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষে প্রতিযোগিতার সেরা একাদশ বেছে নিয়েছে আইসিসি। পাশাপাশি সেরা একাদশ বেছেছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিনও। তাঁর দলে চার জন ভারতীয় জায়গা পেয়েছেন। তবে সেই তালিকায় রোহিত শর্মা ও মহম্মদ শামি নেই। চার ভারতীয় ছাড়া নিউ জিল্যান্ডের তিন এবং অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান ও ইংল্যান্ডের এক জন করে ক্রিকেটারকে নিয়েছেন অশ্বিন।

ফাইনালে ওপেন করতে নেমে ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেললেও অশ্বিনের দলে ওপেনারের জায়গা পাননি রোহিত। অশ্বিন ওপেনার হিসেবে রেখেছেন নিউ জিল্যান্ডের রাচিন রবীন্দ্র ও ইংল্যান্ডের বেন ডাকেটকে। রাচিন দু'টি শতরান করেছেন। প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন তিনি। পাশাপাশি ডাকেটও রান করেছেন। তাই দুই বাঁহাতির উপর ভরসা দেখিয়েছেন অশ্বিন।

তিন ও চার নম্বরে দুই ভারতীয়কে রেখেছেন অশ্বিন। তিন নম্বরে বিরাট কোহলি ও চারে শ্রেয়স আয়ার। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দু'জনেই ভাল খেলেছেন। কোহলি পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দলকে জিতিয়েছেন। শতরানও করেছেন। শ্রেয়স শতরান না করলেও প্রতিটি ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছেন।

ভারতের মিডল অর্ডারে অক্ষর পটেল, হার্দিক পাণ্ড্য ও লোকেশ রাহুল ভাল খেললেও অশ্বিনের দলে জায়গা পাননি তাঁরা। বদলে পাঁচ থেকে আট নম্বর পর্যন্ত তিনি রেখেছেন অস্ট্রেলিয়ার জস ইংলিস, দক্ষিণ আফ্রিকার ডেভিড মিলার, আফগানিস্তানের আজমাতুল্লা ওমরজাই ও নিউ জিল্যান্ডের মাইকেল ব্রেসওয়েলকে। এই চার জনের মধ্যে অবশ্য অলরাউন্ডার হিসাবে রয়েছেন ওমরজাই ও ব্রেসওয়েল। দুই স্পিনার হিসাবে ভারতের কুলদীপ যাদব ও বরুণ চক্রবর্তীকে রেখেছেন অশ্বিন। দু'জনেই ভাল খেলেছেন। বরুণ ন'টি ও কুলদীপ সাতটি উইকেট নিয়েছেন। একমাত্র বিশেষজ্ঞ পেসার হিসাবে নিউ জিল্যান্ডের ম্যাট হেনরিকে রেখেছেন অশ্বিন। প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি ১০টি উইকেট নিয়েছেন হেনরি। শামি নিয়েছেন ন'টি উইকেট। কিন্তু তিনি জায়গা পাননি দলে। দ্বাদশ ব্যক্তি হিসাবে নিউ জিল্যান্ডের অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারকে রেখেছেন অশ্বিন।

অশ্বিনের সেরা একাদশ রাচিন রবীন্দ্র, বেন ডাকেট, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আয়ার, জস ইংলিস, ডেভিড মিলার, আজমাতুল্লা ওমরজাই, মাইকেল ব্রেসওয়েল, কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী, ম্যাট হেনরি। দ্বাদশ ব্যক্তি মিচেল স্যান্টনার।

আমেরিকায় প্রয়াত ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার আবিদ আলি

প্রয়াত ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার সৈয়দ আবিদ আলি। বেশ কিছু দিন রোগ ভোগের পর বুধবার ক্যালিফোর্নিয়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে আবিদের বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত ভারতের হয়ে ২৯টি টেস্ট খেলেছিলেন। দেশের হয়ে পাঁচটি এক দিনের ম্যাচও খেলেছেন আবিদ।

সমাজমাধ্যমে আবিদের মৃত্যু সংবাদ জানিয়েছেন তাঁর আত্মীয় এবং নর্থ আমেরিকা ক্রিকেট লিগের কর্তা রেজা খান। হায়দারাবাদের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেন আবিদ। মূলত লোয়ার মিডল অর্ডারে ব্যাট করতেন। জোরে বোলার হিসাবেও দক্ষ ছিলেন। ১৯৬৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয় আবিদের। শেষ টেস্ট খেলেন ১৯৭৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। ২৯টি টেস্টে ২০.৩৬ গড়ে ১০১৮ রান রয়েছে তাঁর। রয়েছে ছ'টি অর্ধশতরানের ইনিংস। লাল বলের ক্রিকেটে তাঁর সর্বোচ্চ রান ৮১। বল হাতে ৪২.১২ গড়ে নিয়েছিলেন ৪৭টি উইকেট। টেস্টে তাঁর সেরা বোলিং ৫৫ রানে ৬ উইকেট। এ ছাড়া দেশের হয়ে পাঁচটি এক দিনের ম্যাচে ৯৩ রানে করেন। সর্বোচ্চ ৭০। ২৬.৭১ গড়ে নেন সাতটি উইকেট।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২১২টি ম্যাচ খেলেছিলেন প্রয়াত অলরাউন্ডার। ১৩টি শতরান, ৩১টি অর্ধশতরান-সহ তাঁর সংগ্রহে রয়েছে ৮৭৩২ রান। সর্বোচ্চ অপরাজিত ১৭৩। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৩৯৭টি উইকেট রয়েছে আবিদের। ১৪ বার ইনিংসে পাঁচ উইকেট পেয়েছেন। ১২টি লিস্ট এ ম্যাচে করেছেন ১৬৯ রান। উইকেটে নেন ১৯টি।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পর পাকাপাকি ভাবে আমেরিকায় চলে যান আবিদ। ক্যালিফোর্নিয়ায় বাড়ি করে বসবাস করতে

নারীদের প্রকৃত সম্মান দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৩ মার্চ: নারীদের প্রকৃত সম্মান দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। নারীদের স্থান উঁচুতে হলে সমাজ অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও উন্নত হবে। মহিলাদের স্বশক্তিকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। নারীদের সুরক্ষা ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সরকার। প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে নারীদের কল্যাণে নিরন্তর কাজ করে চলছে রাজ্য সরকার।বৃহস্পতিবার আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আমরা সেদিন সরকারিভাবে নারী দিবস উদযাপন করেছি। বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ও সংগঠনের পক্ষ থেকেও সম্মানের সঙ্গে দিনটি পালন করা হয়েছে। চলতি মাসের ১ তারিখ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত প্রায় ১৩দিন ধরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হচ্ছে। ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা থেকে নারীদের অধিকার নিয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন শুরু হয়। এবার জাতিসংঘের পক্ষ থেকে থিম রাখা হয়েছে — সমস্ত নারী ও কন্যা শিশুর জন্য অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন। আমাদের রাজ্যে এবারের থিম — ভবিষ্যত প্রজন্মে নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য বাল্যবিবাহ রোধ করা। ত্রিপুরায়ও এই বিষয়টি বেশ উদ্বেগের। উত্তর ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা ও সিপাহীজলা জেলায় এধরণের প্রবনতা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আমি মা বোনেদের ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। এই সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নারীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সহ সব বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নারীদের কল্যাণে বিভিন্ন স্কিম চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ত্রিপুরা সরকারও নারীদের শক্তিশালী করতে বিভিন্ন স্কিম চালু করেছে। সমাজের মধ্যে নারীরা হচ্ছেন একটা অন্যতম চালিকাশক্তি। আগে তারা ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতেন। এখন ঘরের বাইরে বেরিয়ে সমাজেরও চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছেন। আগের সরকার দিল্লিতে থাকুক বা ত্রিপুরায় থাকুক, নারীদের মূল্যায়ন করে নি তারা। প্রাচীনকালে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মহিলাদের অবস্থান অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠার কারণে মাতৃশক্তি পেছনে পড়ে যায়। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার নারীদের প্রকৃত সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করছে। যে সমাজে নারীদের স্থান উঁচুতে হবে সেই সমাজ অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও উন্নত হবে। রাজ্য সরকার মহিলাদের স্বশক্তিকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। নারীদের সুরক্ষা ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সরকার। প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে নারীদের কল্যাণে কাজ করে চলছে রাজ্য সরকার।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে যান দুর্ঘটনায় আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ: রবীন্দ্রভবন সংলগ্ন এলাকায় স্কুটি ও বাইকের সংঘর্ষে একজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলা শহরে রবীন্দ্রভবনস্থিত এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক যুবক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে এসে আহত যুবককে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গেছে। পার্ক লাইন হোটেলের সামনে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা গেছে স্বর্ণজীব দাস নামে এক যুবক বিদুর কর্তা চৌমুহনীর দিক থেকে রবীন্দ্রভবনের দিকে আসছিল। পার্ক লাইন হোটেলের সামনে এসে পৌছতেই বিপরীত দিক থেকে আসা বাইকের সঙ্গে স্কুটির ধাক্কা লাগে। তাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। চালকদের দ্রুতগামীতা ও অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের।

বিপুল পরিমাণ চোরাই কাঠ বাজেয়াপ্ত

আগরতলা, ১৩ মার্চ: চুরাইবাড়ি বন দপ্তর বিপুল পরিমাণ চোরাই কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছে। ওই চোরাই কাঠ বোঝাই লরি ফেলে চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। উদ্ধারকৃত কাঠের বাজারমূল্য আনুমানিক দেড় লক্ষাধিক টাকা হবে।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে অসম-ত্রিপুরা সীমান্তের উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুরাইবাড়ি-কদমতলা রুটে অবৈধভাবে মূল্যবান বনজ কাঠ বহি:রাজ্য অভিযোগ রয়েছে।এনিয়ে অবশ্য ওই সমস্ত এলাকায় রুটিন তল্লাশি জারি রেখেছে বন দপ্তর। এদিকে, বৃহস্পতিবার সকালে কাঠ পাচারকারীরা বন কর্মীদের উপস্থিতি আঁচ করতে পেরে পুরনো রুট বদল করে নিয়েছিল। তারা আজ কদমতলা-পালপাড়া অভিমুখে চোরাই কাঠ বোঝাই টিআর০২এল১৭৯৮ নম্বরের একটি মিনি ট্রাক নিয়ে নিজেদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিল। কিন্তু মাঝ পথেই গাড়িটি দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়।পরে খবর পেয়ে চুরাইবাড়ি বন দপ্তর আধিকারিক সহ পুলিশ কর্মীরা সেখানে উপস্থিত হয়ে গাড়ির ভিতরে থাকা প্রায় ১০০ সিএফটি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে মহিলাদের সম্মান জানাতে হবে ঃ সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের দায়িত্বভার নেওয়ার পর থেকে মহিলাদের স্বশক্তিকরণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছেন। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সর্বাগ্রে মহিলাদের সম্মান জানাতে হবে। ফটিকরায়ের নজরুল কলাকেন্দ্রে কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস। নজরুল কলাকেন্দ্রে অনুষ্ঠান শুরুর আগে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ফটিকরায় বাজার সহ বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

এবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের মূল ভাবনা ”সকল নারী ও মেয়েদের জন্য অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা”। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, মহিলাদের সম্মানার্থে এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজে মহিলারা যেভাবে অবদান রাখছে তাকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্যই আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি তার অর্ধেক অবদান মহিলাদের। তিনি বলেন, মহিলাদের কথা বিবেচনা করেই নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার স্বচ্ছ ভারতের কর্মসূচি চালু করে। স্বচ্ছ ভারত মিশনে দেশের সরকার প্রায় ১১ কোটি পরিবারে পাকা শৌচালয় নির্মাণ করে দেয়। মহিলাদের কথা মাথায় রেখে উজ্জ্বলা যোজনায় বিনা পয়সায় রান্নার গ্যাস প্রদানের প্রকল্প চালু করে। তার রেশ ধরে আমাদের রাজ্যেও সরকার ২০১৮ সালের পর থেকে মহিলাদের আত্মমর্যাদা ও স্বশক্তিকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। রাজ্যে মহিলাদের নামে জমির রেজিস্ট্রেশন করলে ৩ শতাংশ কম রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হয়। রাজ্যে মহিলাদের ২টি টিএসআর ব্যাটেলিয়ন তৈরি করা হয়েছে। এখন রাজ্যে সব সরকারি চাকরির জন্য ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজ্যে বর্তমানে ৫২ হাজার ৬০০ স্বসহায়ক দল তৈরি করা হয়েছে। এই স্বসহায়ক দলে প্রায় ৫ লক্ষ ২৬ হাজার মহিলা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে যুক্ত রয়েছেন। মৎস্যসখী, ব্যাঙ্ক সখী, কৃষি সখীর মাধ্যমে বহু মহিলা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে যুক্ত রয়েছেন। বর্তমান সরকারের দু”বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কন্যা সন্তান ও মেয়েদের জন্য আরও দুটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এছাড়া পশুপালন, মৎস্য দপ্তরে কোনও কোনও প্রকল্পে উদ্যোগী মহিলাদের জন্য ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। এর উদ্দেশ্যে মহিলাদের এগিয়ে যেতে উৎসাহ প্রদান করা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস বলেন, বর্তমান সরকার নারীদের আর্থিক বিকাশ, আত্মসম্মান রক্ষা ও স্বশক্তিকরণে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন মহকুমা শাসক এন এস চাকমা, আম্বেদকর মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. সুব্রত শর্মা, কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান শংকর দেব, সমাজসেবী নীলকান্ত সিনহা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিডিও ডা. সুদীপ ভৌমিক। অনুষ্ঠানের সভাপতি কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুমতি দাস আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে সকলকে শপথ বাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য কুমারঘাট ব্লক এলাকার কয়েকজন মহিলাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

কল্যাণপুরের হোটেল থেকে বিপুল পরিমাণ দেশী ও বিদেশী মদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৩ মার্চ: কল্যাণপুর পুলিশকে ঘুমে রেখে দয়াময় হোটেলে অবৈধ মদ বিক্রি অব্যাহত। কল্যাণপুর বাজারের অন্যতম হোটেল দয়াময় হোটেলে বৃহস্পতিবার আবগারি দপ্তরের বিশেষ অভিযানে বিপুল পরিমাণ দেশি ও বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে হোটেলের আড়ালে অবৈধ মদ বিক্রির অভিযোগ ছিল, যা অবশেষে প্রশাসনের নজরে আসে। আবগারি দপ্তরের আধিকারিক সঞ্জয় দাস জানান, দীর্ঘদিন ধরে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে দয়াময় হোটেলে মদ বিক্রির বিষয়টি নজরে ছিল। বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক হাটবারের সুযোগ নিয়ে দপ্তরের একটি বিশেষ দল অভিযান চালায়। অভিযানের সময় হোটেল মালিক সুনীল গোপ পালিয়ে গেলেও, তাঁর স্ত্রীর উপস্থিতিতে অভিযান সম্পন্ন করা হয়। অভিযান চলাকালীন বিপুল পরিমাণে অবৈধভাবে মজুত রাখা দেশি ও বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়। আবগারি দপ্তরের আধিকারিক জানিয়েছেন, হোটেলের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে এই অবৈধ ব্যবসা চলছিল, যা বাজার এলাকার পরিবেশকে নষ্ট করছিল। আবগারি দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় মামলা রুজু করে তদন্তের কাজ শুরু করা হবে এবং ভবিষ্যতে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কল্যাণপুর বাজারে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের এমন পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং বাজারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।

বিদ্যালয়ে চুরি

আগরতলা, ১৩ মার্চ: রাতের আঁধারে বিদ্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে নগদ টাকা, মূল্যবান কাগজপত্র সহ অন্যান্য সামগ্রী চুরি করে পালিয়েছে। ওই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে কমলাসাগর ফুলতলী বাজার সংলগ্ন বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন বিদ্যালয়ে চোরের দল হানা দিয়েছে। আজ সকালে বিদ্যালয়ে গিয়ে কর্মীরা জানালা ভাঙা দেখতে পান। ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পায় সবকিছু এলোমেলো অবস্থা রয়েছে। সাথে সাথে তাঁরা পুলিশকে খবর দিয়েছেন। চোরের দল হানা দিয়ে আলমিরা ভেঙ্গে স্কুলের মূল্যবান কাগজপত্র, নগদ অর্থ সহ সিলিং ফ্যান নিয়ে পালিয়ে যায়। এদিকে, ওই এলাকার অভিভাবক মহল প্রশাসনের নিকট দাবি রাখছে একাংশ নেশা বিক্রেতা কিংবা ট্যাবলেট খোর তাদের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ জনগণ। তারাই এই কাজ করতে পারে।

জল সংরক্ষণে গুরুত্বারোপ বনমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ: ভবিষ্যতে পানীয়জল সরবরাহ, কৃষিকাজ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে এখন থেকেই আমাদের জল সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। আধুনিক সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং সচেতনভাবে জল ব্যবহারের মাধ্যমে জল সঙ্কট মোকাবিলা করতে হবে। আজ তুলাশিখর ব্লকের পূর্ব বাচাইবাড়ি এডিসি ভিলেজের সেন্ট পিটার বিদ্যালয় সংলগ্ন নবনির্মিত জল পরিশোধন কেন্দ্র ও মিনি ডিপ টিউবওয়েলের উদ্বোধন করে এবং জল সংরক্ষণ যাত্রা অভিযান-২০২৫ এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা একথা বলেন। এ উপলক্ষে পূর্ব বাচাইবাড়ি এডিসি ভিলেজের কাঠিয়াবাড়ি এসবি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জল সংরক্ষণ যাত্রা অভিযানের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, কৃষি কাজের জন্য জল সংরক্ষণে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। এই কাজে সবার সহযোগিতা করতে হবে।

আজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জিলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য অনন্ত দেববর্মা, টিটিএএডসি”র খোয়াই জোন্যালের চেয়ারম্যান বিশু দেববর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান খগেশ দেববর্মা, রাজ্যস্তরীয় নোডাল এজেন্সির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য শরদিন্দু দাস, খোয়াই জেলার জল সংরক্ষণ সেল ও ডাটা কেন্দ্রের প্রজেক্ট ম্যানেজার সাবেন্দ্র দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তুলাশিখর কৃষি মহকুমার কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান অমিত দেববর্মা। অতিথিগণ জল সংরক্ষণ পদ্ধতি ও এ বিষয়ে রাজ্য

সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে এলাকার ১০ জন কৃষককে পাওয়ার টিলার বিতরণ করা হয়। তাছাড়া এলাকার ৩টি স্বসহায়ক দলকে ৫০ হাজার টাকা করে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ঋণের চেক তুলে দেওয়া হয়। ২ জনকে সেরা কৃষকের পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাদের হাতে ৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। ৮০০ জনকে ১টি করে নারিকেল গাছের চারা, ১৭জনকে ১টি করে স্প্রে মেশিন ও ৪ জনকে ১টি করে জলের পাম্প সেট তুলে দেন অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তুলাশিখর কৃষি মহকুমা তত্ত্বাবধায়ক অর্পণ দেববর্মা।

১৪ মার্চ বিশালগড় মহকুমা ভিত্তিক দোল উৎসব: প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ: ১৪ মার্চ বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত হবে বিশালগড় মহকুমা ভিত্তিক দোল উৎসব। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। এই উৎসবকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আজ বিশালগড়স্থিত নারী মঙ্গল সিআরসি হলে এক প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিধায়ক সুশান্ত দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অতসী দাস, বিশালগড় মহকুমা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, জীতেন্দ্র চন্দ্র সাহা, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক কাকলী ভৌমিক প্রমুখ।

কৈলাসহরের বেশির ভাগ অঙ্গনওয়ারী সেন্টারের বেহাল, সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৩ মার্চ: কৈলাসহরের পৌর পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ৩৬টি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার আছে। এর মধ্যে বেশ কিছু সেন্টার পরিদর্শনকালে কঙ্কালসার চেহারা পরিলক্ষিত হয়েছে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পরিচালনায় এই দপ্তর গুলি চলে। সম্পূরক পুষ্টি কর্মসূচি অনুযায়ী আইসিডিএস প্রকল্পে ৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়সী শিশু ও গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতি মায়েদের জন্য পরিপূরক পুষ্টিপ্রদান প্রকল্প চালু আছে। বাড়িতে শিশু, গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতি মা যা খাবার খাচ্ছে, তাছাড়াও প্রয়োজনীয় পুষ্টির জন্য নির্দিষ্ট ক্যালরি সম্পন্ন খাবারের মাধ্যমে পুষ্টিগত ঘাটতি দূর করা এবং অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা করা এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

বছরের ৩০০ দিন প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিপূরক পুষ্টি দেওয়ার সংস্থান আছে। এই লক্ষ্যে রাজ্যের সবকটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রশাসন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত পরিচালন কমিটির উপর দায়িত্ব অর্পিত আছে। পরিপূরক পুষ্টি প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ২০০৯-১০ ইং থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের ৯০শতাংশ ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে।

এই দপ্তরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করে থাকে।

কিন্তু আশানুরূপ ফল মিলছে না বলে অভিযোগ। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবারের মেনুতে আছে সোমবারে নোনতা সুজির হালুয়া, মঙ্গলবারে মুড়ি ও ছোলা সেদ্ধ, বুধবারে ডিম সিদ্ধ, বৃহস্পতিবারে চিড়ার পোলাও, শুক্রবারে মুড়ি ও ছোলা সেদ্ধ, শনিবারে ডিম সেদ্ধ, সাথে প্রতিদিন সবজি ও সয়াবিনযুক্ত চাল-ডালের খিচুড়ি। কিন্তু সেখানেও কারচুপি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। দপ্তর সেন্টারগুলোর দিকে নজর দিক। অঙ্গনওয়ারি সেন্টারগুলোর সংস্কারে হাত দিক, এমনটাই দাবি সচেতন মহলের।

অশ্বিনী মার্কেটে ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ:অশ্বিনী মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে বাজার সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আজ এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ডুকলী আর ডি ব্লক এর অধীনে অশ্বনী মার্কেট ব্যবসায়িক সমিতি বাজার সম্মেলন উপলক্ষে আজ অশ্বিনী মার্কেট কমিনিউটি হলে রক্তদান শিবির করা হয়। এদিন বাজারের ১৭৪ জন ব্যবসায়িকদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মোট ৫০ জন ব্যবসায়িক রক্তদান করেন। রাজ্যে বিভিন্ন হাসপাতালে রক্তের যেভাবে সংকট দেখা দেয় প্রায় সময় এই উপলক্ষে রক্তদান কর্মসূচি করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য টোটন দাস, বাজার কমিটির সদস্যরা ছিলেন। এই দিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল বলেন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বার্তা দেন চাকরি নয়, ব্যবসার দিকে মনোযোগ দেওয়া জন্য। তার পাশাপাশি অবৈধভাবে ব্যবসা বন্ধ করা এবং সঠিক পথে নিজেদের পরিচালক করার জন্য না হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ: ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা আলিম পরীক্ষায় আজ অঙ্ক (বেসিক ও স্ট্যান্ডার্ড) বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়। রাজ্যে ৬৮টি মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের অন্তর্গত সব পরীক্ষার স্থল শান্তিপূর্ণ ছিল। আজ সারা রাজ্যে পরীক্ষায় বসেছিল ২৮,৯৯০ জন পরীক্ষার্থী। তার মধ্যে ছাত্র ১৩,৪৯৯ জন ও ছাত্রী ১৫, ৪৯১ জন। ৯০ জন ছাত্র ও ১১০ জন ছাত্রী পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার ৯৯.৩১ শতাংশ।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে জানানো হয়েছে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ধনঞ্জয় গণচৌধুরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চন্দ্রপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাতঙ্গিনী হাজরা উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ত্রিপুরাসুন্দরী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও রমেশ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিবি মুক্ত ভারত অভিযানের ১০০ দিনের বিশেষ অভিযানের গোমতী জেলার বিশেষ সাফল্য অর্জন

উদয়পুর, ১৩ই মার্চ:- 'টিবি মুক্ত ভারত ' অভিযানের ১০০ দিনের বিশেষ অভিযানের গোমতী জেলা বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। ১০০ দিনের অভিযানের সময় জেলার স্বাস্থ্যকর্মীরা ১২১ জন রোগীকে যক্ষ্মা রোগ চিহ্নিত করতে পেরেছেন। এটি রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ। এদের প্রত্যেকের চিকিৎসা শুরু করা হয়ে গেছে। ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতকে টিবি মুক্ত করতে হলে দ্রুত রোগ নির্ণয় করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই কাজটাই জেলার স্বাস্থ্য কর্মীরা করেছেন। শুধু তাই নয়, দুই জন সাই টিবিকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের প্রভেন্টিভ থেরাপি বিনামূল্যে শুরু হয়েছে।টিবি মুক্ত ভারত অভিযানে গতি আনতে ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার ১০০ দিনের অভিযান চালু করে। ৭ই ডিসেম্বর থেকে রাজ্যের ৫টি জেলাতে এই অভিযান চালু হয়। আজ ছিল ৯৬ তম দিন। এই উপলক্ষে জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা সভাধিপতি দেবল দেবরায়, গোমতী জেলার জেলা শাসক টি কে চাকমা, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কমল রিয়াং, জেলা টিবি আধিকারিক ডাঃ শৌমিক চক্রবর্তী, টিকা করণ আধিকারিক ডাঃ চিরঞ্জিত নোয়াতিয়া, পরিবার কল্যাণ আধিকারিক ডাঃ অর্জুন সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।গোমতী জেলার সমস্ত স্বাস্থ্য কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমকে কুর্নিশ জানিয়ে গোমতী জেলার জেলা শাসক তড়িৎ কুমার চাকমা বলেন, এই সাফল্য টিবি মুক্ত ভারত অভিযানকে অনেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। জেলা, মহকুমা, ব্লক এবং গ্রাম পর্যায়ে জন প্রতিনিধিরা যেভাবে গাইড এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, জেলা শাসক তাদের প্রশংসা করেন। ১০০ দিনের অভিযান প্রায় শেষ পর্যায়ে। কেবলমাত্র চার দিন বাকি আছে। জেলা শাসক এই চার দিনে আরও রোগী চিহ্নিত করা যাবে বলে আশা ব্যাক্ত করেন।জেলা সভাধিপতি দেবল দেবরায় রাজ্যের মিডিয়াগুলিকেও ধন্যবাদ জানান।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas